কর্মসংস্থান

দাম : ৫ টাকা

https://www.facebook.com/karmasangsthaan

Vol. 39 ■ Issue No. 37 ■ 12th September, 2026 ■ Saturday ■ Kolkata ■ R.N.I. 44167/88

Suman Saful
ITI

ITI ডিপ্লোমা কোর্স থাকা সত্ত্বেও মনের মতো চাকরি না পেয়ে DESUN এর ট্রেনিংয়ে পেলাম IT JOB

DESUN ACADEMY
Get Placed by Skills

ডিগ্রি আছে... কিন্তু চাকরি নেই? Problem ডিগ্রি না ... Skill Gap

+91 94296 91888 | www.desunacademy.in

মিসলেনিয়াস সার্ভিস পরীক্ষা ৪ অক্টোবর। ই-অ্যাডমিট ডাউনলোড করবেন ২২ সেপ্টেম্বর থেকে

স্টেট ব্যাঙ্কে ১২ হাজার চাকরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : চলতি আর্থিক বছরে স্টেট ব্যাঙ্কে ক্লার্ক, অফিসার-সহ বিভিন্ন পদে প্রায় ১২ হাজার শূন্যপদ পূরণ করা হবে। স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সি.এস. শেট্টি জানান, দেশে ২৫০টি নতুন শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে। তাই ক্লার্ক, অফিসার পদে নিয়োগ করা হবে। অন্যদিকে, চলতি আর্থিক বছরে প্রচুর কর্মী অবসর নেবেন। তাই শূন্যপদ আরো বাড়তে পারে।

একগুচ্ছ পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করল পি.এস.সি

ডব্লু.বি.সি.এস, জুডিশিয়াল সার্ভিস, মিসলেনিয়াস পরীক্ষার ও.বি.সি সাব-ক্যাটেগরির আপলোড শুরু হল

রঞ্জিৎ ঘোষ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশন কয়েকটি পদের পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে। ২০২৪ সালের মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৪ অক্টোবর, রবিবার বেলা ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। পরীক্ষা হবে ২৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রে। ই-অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন ২২ সেপ্টেম্বর থেকে। এই ওয়েবসাইটে : https://psc.wb.gov.in

অন্যদিকে, ২০২৪ সালের ডব্লু.বি.সি.এস. (প্রিলিমিনারি)'র যে পরীক্ষা এবছর ১৪ জুন হয়েছিল, তার ফল খুব শিগগিরই বেরোচ্ছে। মেনস পরীক্ষা ডিসেম্বর মাস নাগাদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ICE Academy
WBCS ও WBPSC কোর্স
SSC, Rail, Bank 2027
অফলাইন ও অনলাইনে
নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে
সেরা প্রশিক্ষকদের ক্লাস
বালিগঞ্জ : 9804412898
শিয়ালদহ : 7044981821

২০২৩ সালের ক্লার্কশিপ (পার্ট-।।)'এর যে পরীক্ষা হয়েছিল, তার ফল শিগগিরই বেরোবে। এরপর টাইপিং টেস্ট হবে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস নাগাদ।

২০২৩ সালের ডব্লু.বি.সি.এস. মেনস'এর গ্রুপ-ডি পদের ফল শিগগিরই বেরোবে। কবে থেকে পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে তা শিগগিরই জানানো হবে।

২০২৩ সালের মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস মেনস পরীক্ষার ফলও শিগগিরই বেরোচ্ছে। কবে থেকে পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে তাও জানানো হবে। এছাড়াও পি.এস.সি. আরো একটি এরপর ৭ পাতায়

Edunoledge
ONLINE COACHING
• WBCS • Clerkship • Miscellaneous • other Exam
সব কিছু একই ছাদের তলায়
• নতুন ব্যাচ শুরু হচ্ছে 10th September থেকে। ব্যাচের মূল্য 799 টাকা থেকে শুরু।
• পশ্চিমবঙ্গের 10 বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অন্যতম সেরা প্রশিক্ষকদের গাইডেন্স
Online Live ক্লাস • Recorded ক্লাস • Mock Test • Class Note PDF • E-Book • Doubt Support
7679700705, 6291011181

কলকাতার ১০৬টি আইটি কোম্পানিতে

৩৭,৯৩২ GenAI বেসড UI/UX ডিজাইনার ও প্রোডাক্ট ডিজাইনার

প্রমা দাস, সল্টলেক : কলকাতার ১০৬টি আইটি ও সফটওয়্যার রিলেটেড সার্ভিসেস কোম্পানিতে ১৬,০২১ 'GenAI বেসড UI/UX ডিজাইনার' ও ২১,৯১১ 'GenAI বেসড প্রোডাক্ট ডিজাইনার' ছেলেমেয়ে লাগবে।

পদ : GenAI বেসড UI/UX ডিজাইনার।

যেকোনো শাখা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও, যেকোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের জন্য যোগ্য। এর সঙ্গে এরপর ৬ পাতায়

UPSC'র পরীক্ষার মাধ্যমে

১২৭ জিওলজিস্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় সরকারের জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া 'জিওলজিস্ট, গ্রুপ-এ', 'জিওফিজিসিস্ট, গ্রুপ-এ' ও 'কেমিস্ট, গ্রুপ-এ' আর জলসম্পদ মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড এরপর ৫ পাতায়

TCS, Wipro সহ কলকাতার প্রথম সারির আইটি কোম্পানিতে

সামনের ৯ মাসে AI ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ৫২,০১৮ নিয়োগ

মাইনে শুরু মাসে ৩০,০০০ টাকা থেকে

উচ্চমাধ্যমিক ও গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়ের জন্য

পারমিতা মিত্র, কলকাতা : পূর্ব ভারতের আইটি ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা রিক্রুটার TCS এর ট্রেনিং অ্যান্ড ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট উইং-এর রিজিওনাল হেড একটি অদ্ভুত তথ্য দিলেন। শেষ ২টি কোয়ার্টারে (জানুয়ারী-জুন, ২০২৬) শুধুমাত্র কলকাতা থেকেই এরপর ১০ পাতায়

রাজ্যর সব চাকরির পরীক্ষায় বাংলা ভাষা পেপারের পরীক্ষা দিতে হবে

পুলিশের পরীক্ষার সিলেবাস বদলাবে, ইন্টারভিউয়ের নম্বর কমে ৫

রঞ্জিৎ ঘোষ, কলকাতা : এবার থেকে রাজ্য সরকারের সব পরীক্ষায় 'বাংলা' ভাষা পেপারের পরীক্ষা দিতে হবে অর্থাৎ, রাজ্যের প্রতিটি চাকরির পরীক্ষায় বাংলা ভাষা পেপারের পরীক্ষা দিয়ে সফল হতে হবে। এর ফলে এরাজ্যে ভিনরাজ্যের ছেলেমেয়েদের চাকরির সুযোগ কম থাকবে, ফলে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের সুযোগ বাড়ল। অন্যদিকে, ইংরিজি মাধ্যমের এরপর ৩ পাতায়

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে

১,৭৪৮ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন ও ফারাক্কা ব্যারেজে কাজের জন্য 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, কোয়ান্টিটি সার্ভেয়িং অ্যান্ড কন্ট্র্যাক্ট)' পদে ১,৭৪৮ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচেছ। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য : কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল এরপর ১১ পাতায়

পরীক্ষা ৪ অক্টোবর
গতবারের মতো এবারেও কমন পেতে হলে কিনুন
PSC মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস - ২০২৪-এর
প্রিলি পরীক্ষার
1000 প্রশ্নোত্তর
কৃতীদের তৈরি মডেল প্রশ্নোত্তর হোয়াটসঅ্যাপে পেতে ফোন করুন :
6291684943
মাত্র ৩০০/- টাকা
সাফল্য
সাফল্য সাধারণ জ্ঞান

ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় ১,১০০ এক্সিকিউটিভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : ব্যাঙ্ক অফ বরোদার ওয়েল্থ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস বিভাগ 'ওয়েলথ এক্সিকিউটিভ' ও 'ক্রেডিট অ্যানালিস্ট' পদে ১,১০০ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

ওয়েলথ এক্সিকিউটিভ : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। ম্যানেজমেন্টের ২ বছরের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা, এম.বি.এ. (ফিনান্স / মার্কেটিং / ব্যাঙ্কিং) এরপর ১২ পাতায়

আই.বি.পি.এস পরীক্ষার মাধ্যমে

গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ১৩,৭০৬ ক্লার্ক, অফিসার

কোন ব্যাঙ্কে ক'টি শূন্যপদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতের ৪০টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে 'গ্রুপ-এ অফিসার (স্কেল-।, ।।, ।।।)' ও 'গ্রুপ-বি অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস)' পদে ১৩,৭০৬ জন ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য 'ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (IBPS) দরখাস্ত এরপর ১১ পাতায়

৩২৬ ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই : রাষ্ট্রীয় কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স লিমিটেড 'ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস', 'টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস' ও 'গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস' পদে ৩২৬ এরপর ১০ পাতায়

১৩৪ অ্যাসিস্ট্যান্ট ও টেকনিশিয়ান

নিজস্ব সংবাদদাতা, নাগপুর : মিনারেল এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড কন্সালট্যান্সি লিমিটেড 'ফোরম্যান (ড্রিলিং)', 'টেকনিশিয়ান (ড্রিলিং)', 'মেকানিক (ডিজেল / এরপর ৬ পাতায়

নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষকদের ইন্টারভিউ শিগগিরই শুরু হবে

চাকরিহারাদের নিয়োগ ৩১ মে'র মধ্যে শেষ করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রাজ্যে ১৯ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ করতে হবে আগামী বছর ৩১ মে'র মধ্যে। ৩১ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয়কুমার ও বিচারপতি সঞ্জীব সচদেবের ডিভিশন বেঞ্চ একথা জানায়। ১৯ হাজার চাকরিহারা প্রার্থীদের এরপর ৫ পাতায়

কর্মসংস্থান
সাপ্তাহিক পত্রিকা
প্রধান কার্যালয়
১২/৩/৪ জামির লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০১৯
হেল্পলাইন
✆ : ৬২৯১৬৮৪৯৪৩
কাগজ না পেলে এই নম্বরে জানান
✆ : ৯৮৩০৬২৪১৭০
ই-মেল
karmsang@gmail.com

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা [redacted]

NIOS রবীন্দ্র BOSSE
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, B.Sc, MA, D.Pharm-সহ যেকোনো ডিগ্রি করুন। শেওড়াফুলি - 7003156422
❐ R

কর্মসংস্থান
বিজ্ঞাপনের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করুন
✆ : 7890135514

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা [redacted]

PERFECT EDUCARE SOL. Admission for B.Ed., Pharmacy, Paramedical, Hotel & Hospitality Mgt., B.Tech., Diploma, ITI, MBA, MCA, LLB, Ph.D, BA, B.Com.,B.Sc.,MA, M.Com., M.Sc., MSW, MBBS, BHMS, Class- X/XII. M: 6291751178.
❐ SH

কর্মখালি [redacted]

JOB VACANCY
Punjab National Bank (DSA) অফিসিয়াল পদে নিজ নিজ জেলায় M/F স্থায়ী নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা : MP-স্নাতক ও উর্ধ্বে। বেতন : (21700–65900), সত্বর যোগাযোগ - M : 9134238767
❐ SA(A)

জরুরী বিজ্ঞপ্তি
কলকাতা মেট্রোরেলে কন্ট্রাক্টরের অধীনে বিনা ডোনেশনে স্থায়ী অফিসিয়াল পদে M/F নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা : MP–স্নাতক। বেতন : (21500–68900). সত্বর যোগাযোগ - M : 913472 5285.
❐ SA(A)

কর্মখালি [redacted]

B.Com (H) পাশ জুনিয়র ও অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ চাই। Tally-তে দক্ষতা থাকতে হবে। মোবাইল- 8777796659
❐ SH(A).

সেলাইয়ের কাজে মহিলা কারিগর এবং অফিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য মহিলা স্টাফ প্রয়োজন। এমজি রোড মেট্রোর কাছে। M : 9123726182
❐ SH

আসানসোল, রানিগঞ্জে রেল, ব্যাঙ্ক, কোলিয়ারীতে স্থায়ী পদে নিয়োগ চলছে। যোগাযোগ M: 9332833022
❐ SH

কর্মখালি [redacted]

আর্জেন্ট জব ভ্যাকান্সি
কলকাতা মেট্রো রেলে শিক্ষাগত যোগ্যতানুযায়ী কন্ট্রাক্টরের অধীনে স্থায়ী অফিসিয়াল পদে M/F নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা : MP–স্নাতক ও উর্ধ্বে। বেতন- (17500 – 67700)। M : 9091307705
❐ SA(A)

SBI (DSA)-তে অফিসিয়াল কাজে M/F চাই। বেতন: 22.5K (PF+ ESI) গড়িয়া - 9830871269, ব্যারাকপুর/ডানলপ- 8482024344
❐ M

কর্মখালি [redacted]

Punjab National Bank (DSA) বিভিন্ন সরকারি পোস্টে, নিজ জেলায় M/F নিয়োগ। যোগ্যতা : ৮ম-স্নাতক ও উর্ধ্বে। বেতন : 24,300/-– 72,900/-, H.R.-8695339415
❐ SA

মেট্রো জব ভ্যাকান্সি
কলকাতা East–West মেট্রোরেলে কন্ট্রাক্টরের অধীনে বিভিন্ন স্থায়ী পদে M/F নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা : M.P – স্নাতক ও উর্ধ্বে। বেতন : (18200–65700). সত্বর যোগাযোগ- M : 75015 99175
❐ SA(A)

কর্মখালি [redacted]

100% স্থায়ী জব
কলকাতা মেট্রোরেলে বিভিন্ন অফিসিয়াল পদে যোগ্যতানুযায়ী কন্ট্রাক্টরের অধীনে সরাসরি M/F নিয়োগ চলছে। যোগ্যতা : M.P – স্নাতক ও উর্ধ্বে। বেতন : (18500–68700). M : 8372884366
❐ SA(A)

দরখাস্ত পাঠানোর আগে ফর্ম সহ যাবতীয় প্রমাণপত্রের এককপি জেরক্স নিজের কাছে রেখে দেবেন।

All disputes regarding sales and advertisement of all publications of Sangsthaan Prakashan Pvt. Ltd. are subject to Kolkata Jurisdiction only.

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'**কর্মসংস্থান**' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ও যথার্থতার যাবতীয় দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতাদের। কোনো সংস্থার বিজ্ঞাপন, আইনি সমস্যা সৃষ্টি করলে বা, কারো আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়ী হলে, তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পুরোপুরি বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার ওপরই বর্তাবে। '**কর্মসংস্থান**' পত্রিকা বা, 'সংস্থান প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড' তার জন্য কোনো ভাবেইদায়ী নয়। — সম্পাদক, **কর্মসংস্থান**

চাকরির জন্য টাকা দেবেন না

বেকার ছেলেমেয়েরা যাতে না ঠকেন, সেজন্য ট্রেড লাইসেন্স-সহ যাবতীয় তথ্যাদি দেখে নিশ্চিন্ত হয়েই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়। তবু কিছু সংস্থা ড্রেস ও এখনই চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে হাজার-হাজার টাকা নেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ আসছে। লোভে পড়ে টাকা দেবেন না। এমনকী কোনোরকমের রেজিস্ট্রেশন ফি-ও দেবেন না। আর তা সত্ত্বেও টাকা দিলে নিজ দায়িত্বেই দেবেন। সেজন্য আমরা দায়ী নই। বেশি টাকার চাহিদা শুনলেই সংস্থাটি ও ব্যক্তির নাম-ঠিকানা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ স্থানীয় থানায় জানাবেন। নিজ দায়িত্বে টাকা দেওয়ার পর আর ফোনে অভিযোগ জানাবেন না। যাবতীয় যোগাযোগ করতে পারেন টাকা দেওয়ার আগে।

— সম্পাদক, **কর্মসংস্থান**

প্রতি ৩ মাসে কয়েকশো চাকরি দিয়ে অনন্য নজির গড়ল ডিসান অ্যাকাডেমি

প্রমা দাস, সল্টলেক: রাজ্য জুড়ে যেখানে চাকরির উপযোগী ঠিকঠাক শিক্ষার ঘাটতি প্রকট, সেখানে যে সংস্থা গত কয়েক বছর ধরে আইটি বা সফটওয়্যার ক্ষেত্রে কয়েকশো চাকরি দিয়ে এক অনন্য নজির তৈরি করেছে — সেটি হল ডিসান অ্যাকাডেমি (Desun Academy)। সমাজের পিছিয়ে পড়া কিন্তু যোগ্য ছেলেমেয়েদের জন্য আশার আলো জ্বালিয়েছেএই সংস্থা। সাধারণভাবে উচ্চ মাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েশন পাশ করা ছেলেমেয়েরা এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে আজকে দেশের নামি দামি আইটি ও সফটওয়্যার সংস্থায় মোটা পে-প্যাকেজে কর্মরত। কিভাবে এই অসম্ভবকে, সম্ভবে পরিণত করা গেল? উত্তরে সংস্থার সিইও অর্ঘ্য দত্ত জানালেন, 'দেখুন আমাদের প্রতিষ্ঠানের একটাই লক্ষ্য। যোগ্য কিন্তু ঠিকঠাক মতো সুযোগ পাচ্ছে না, এমন ছেলেমেয়েদের খুঁজে, তাদের চাকরির উপযোগী ট্রেনিং দিয়ে ভালো মাইনের প্লেসমেন্ট দেওয়া। এই উদ্দেশ্যেই ডিসান টেক ফাউন্ডেশন (Desun Tech Foundation)-এর পথ চলা শুরু। চাকরি মানুষ পায় দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড ট্রেনিং-এর মাধ্যমে। আজ এককথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই সবকটি বিভাগেই, আমরা দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা। তাই এখান থেকে পাশ করলে কেউ বসে থাকে না। একসঙ্গে ২ থেকে ৩টি অফার লেটার পায়। এটাই এখানকার ট্রেন্ড।' ডিজিটাল মার্কেটিং বিভাগে এখানকার ছেলেমেয়েদের সাফল্য প্রশ্নাতীত। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই সহজেই তা বোঝা যাবে। এখানকার ছাত্র **সুমন সাঁফুই**-এর কথাই ধরা যাক। আইটিআই থেকে পাশ করার পর মার্চেন্ট নেভিতে সিলেক্টেড হয়। কিন্তু একটা মেজর অ্যাক্সিডেন্ট- ছেলেটার জীবনের গতিপথ-ই বদলে দেয়। ২ বছর ধরে কোনো দিক থেকে কোনো কিছুই হচ্ছিল না। কেরিয়ার একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। সব আশার আলো নিভে গিয়ে ঠিক ৯ মাস আগে ডিসানে ভর্তি হয়। **UI/UX designing**-এ ট্রেনিং নেয়। ওই ট্রেনিংই তার জীবন বদলে দেয়। বললে বিশ্বাস করবেন না, এখন সেই ছেলে একটি নামী সফটওয়্যার কোম্পানিতে **Most Attractive Pay Package**-এ চাকরি করছে। আবার এখানকার আরেকজন ছাত্রী **রিয়া কারক** ২০২৩ সালে জার্নালিজম ও মাসকমিউনিকেশন-এ গ্র্যাজুয়েশনে পাশ করে দীর্ঘ ২ বছর বেকার ছিল। পরীক্ষা দিচ্ছিল, কিন্তু সিলেক্টেড হচ্ছিল না। ১ বছর আগে সেই মেয়ে ডিসানে ট্রেনিং নিতে আসে। ভর্তি হয় **SEO** কোর্সে। খুব গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি, আর্টস (B.A.) ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা সত্ত্বেও আজকে রিয়া একটি খুব নামী বহুজাতিক সংস্থায় হ্যান্ডসাম পে-প্যাকেজ -এ চাকরি করছে। আবার এখানকার ছাত্র **রবিকান্ত সিং** সাধারণভাবে ইতিহাস নিয়ে আর্টস গ্র্যাজুয়েট ছিল। ২ বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের কোর্স করে যখন চাকরি পাওয়ার আশা একদম ছেড়েই দিয়েছে তখন ডিসানে আসে। ভর্তি হয় **Digital Marketing**-এ। কোর্স ছিল ৯ মাসের। বললে বিশ্বাস করবেন না, আজকে ছেলেটি একটি বহুজাতিক সংস্থায় বছরে ৩,০০,০০০ টাকা মাইনের চাকরি করছে। অর্থাৎ একটা জিনিস পরিষ্কার **আইটিতে চাকরি পেতে গেলে টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।** এখানকার ছাত্র **অরূপ্রিয় মণ্ডল**-এর কথাই ধরা যাক। টেকনো ইন্ডিয়া থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন (বিসিএ) করার পরেও কোথাও কোনো চাকরি পাচ্ছিল না। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। এরকম অবস্থায় ডিসানে ভর্তি হয়। এখানে **MERN Stack** কোর্সে ভর্তি হয়। ৬ মাসের ট্রেনিং শেষে আজকে সে **TCS**-এ কর্মরত। এখন সে যা **হ্যান্ডসাম পে-প্যাকেজ** পাচ্ছে তা তার ব্যাচমেটদের মধ্যে কেউ পায় না। আবার এখানকার ছাত্রী **সুকন্যা পাল**, হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে বিবিএ করার পর এমবিএ ডিগ্রি নিয়েও সবকটি চাকরির ইন্টারভিউতেই ব্যর্থ হয়। তারপর ভর্তি হয় ডিসানে। এখানে **হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (HR)** -এর ওপর ট্রেনিং ও ইন্টার্নশিপের পর আজকে মাসে হ্যান্ডসাম প্যাকেজ পাচ্ছে সে। এখানকারই আরেকজন ছাত্রী **কুহেলি দত্ত**। বি.টেক করে HR নিয়ে এমবিএ পাশ করার পরেও কোথাও ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে পারছিল না। তার জীবন তখন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল। এরকম অবস্থায় ডিসান ইনস্টিটিউটের কথা জানতে পারে। এখানকার **HR** ট্রেনিংয়ে ভর্তি হওয়ার পর আজকে সে একটি বড় কোম্পানিতে ইন্টার্ন হিসাবে কর্মরত। স্টাইপেন্ড হিসাবে সে একটি **হ্যান্ডসাম প্যাকেজ** পাচ্ছে। এখানকারই ছাত্র **সুদীপ্ত পাল** এক অনন্য নজির তৈরি করেছে। এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে, আজকে বেঙ্গালুরুতে **Trainee Developer** হিসাবে বছরে ৬,০০,০০০ টাকার পে প্যাকেজ পাচ্ছে সে। আবার বি.টেক করার পর কোনো চাকরি না পেয়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ডিসানে কাউন্সেলিং করাতে এসেছিল **অমিত ব্যানার্জী**। এখান থেকে ট্রেনিং নিয়ে আজ বছরে **৩,৬০,০০০ টাকার প্যাকেজে** কলকাতায় সফটওয়্যার কোম্পানিতে উচ্চ পদে কর্মরত। আবার বিগত কয়েক মাসে **দীপক মজুমদার** (জুনিয়ার UI/UX হিসাবে টেকসফট প্রা. লি. স্যালারি প্যাকেজ : ৩,০০,০০০/-টাকা); **গোপাল বিশ্বাস** (জুনিয়ার ওয়েব ডিজাইনার হিসাবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইনফোটেক স্যালারি প্যাকেজ : ৩,৪০,০০০/-টাকা); **অর্ণব রায়** (জুনিয়ার গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসাবে টেকট্রি সিস্টেম প্রা. লি. স্যালারি প্যাকেজ : ৩,০০,০০০/ -টাকা); **শ্রেয়া রায়** (জুনিয়ার UI/UX হিসাবে সুইফ্‌ট প্রা. লি. স্যালারি প্যাকেজ : ৩,০০,০০০/-টাকা)-এর মতো অনেকেই আছে, যাঁরা খুব সাধারণ যোগ্যতায় শুধুমাত্র ডিসানের ঠিকঠাক মত গাইডেন্স ও ট্রেনিংয়ের জোরে এখানে ভরতি হওয়ার ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন সার্থক করে নামী সংস্থায় কর্মরত। ডিসান অ্যাকাডেমির এইরকম অজস্র সাফল্যের রহস্য কী? উত্তরে অর্ঘ্য জানালেন, '(১) এখানে ছেলেমেয়েরা ইন্ডাস্ট্রির সেরা সেরা প্রফেশনালসদের কাছ থেকে সরাসরি ট্রেনিং পায়, (২) প্রতিটি কোর্সের শেষে থাকে পেইড ইন্টার্নশিপ, (৩) এই প্রতিষ্ঠান চাকরির আশ্বাস নয় — গ্যারান্টি দেয়। তাই এখানে ভর্তির সময় সরাসরি বলে দেওয়া হয় আপনার কমিটমেন্ট থাকলে, চাকরি না পেলে মানিব্যাক গ্যারান্টি দেওয়া হবে, (৪) এখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া কিন্তু যোগ্য ছেলেমেয়েদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে। এই স্কলারশিপ দেওয়া হয় ডিসান টেক ফাউন্ডেশন (Desun Tech Foundation) এর তরফ থেকে, (৫) AI বেসড আপডেটেড ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড কোর্স কারিকুলাম, (৬) এখানে সফটসস্কিলের ওপর আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই মক ইন্টারভিউ সেশন, প্রফেশনাল CV লেখা ও রিভিউ, LinkedIn ও অন্যান্য জব পোর্টাল প্রোফাইল বিল্ডআপ, কমিউনিকেশন স্কিল ও পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের ওপর আলাদা আলাদা ক্লাস নেওয়া হয়।' জি২৪ ঘন্টার, 'এক্সিলেন্স ইন হাই পে ইন জব ইন আইটি অ্যাকাডেমি' পুরস্কার বা টিভি৯ বাংলা থেকে 'ব্র্যান্ডস অফ বেঙ্গল এক্সিলেন্স ইন জব ওরিয়েন্টেড স্কিল বেসড এডুকেশন' বা 'বেঙ্গল বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড - এক্সিলেন্স ইন ট্রেনিং অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট' এর মতো প্রথম সারির পুরস্কার পাওয়া এই প্রতিষ্ঠান আজ দেশের মধ্যে আইটি ও সফটওয়্যার ক্ষেত্রে ট্রেনিং প্রোভাইডার হিসাবে অন্যতম সেরা। উচ্চ মাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েট পাশ করে যাঁরা বসে আছেন, বা যাঁরা ভাবছেন তাঁদের দ্বারা কিছু হবে না বা পয়সার অভাবে যাঁরা কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তাঁরা সময় নষ্ট না করে সুনিশ্চিত চাকরি পেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে আজই ডিসান অ্যাকাডেমির সঙ্গে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ফোন করুন : 9429691888.

> সমাজে পিছিয়ে পড়া, কিন্তু যোগ্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনন্য নজির তৈরি করা এই সংস্থায় ট্রেনিং নিলে চাকরি পাবেনই।

হেল্‌থ সেক্টরে প্রচুর শূন্যপদ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য সরকার অনুমোদিত নানান কর্মমুখী কোর্সে ভর্তি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কল্যাণী : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য সরকার অনুমোদিত ও UGC Approved MCG College of Health Science-এ এইসব কোর্সে ভর্তি শুরু হয়েছে: ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল ল্যাব টেকনোলজি (DMLT), ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল রেডিওলজি টেকনোলজি (DMRT), ডিপ্লোমা ইন অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি (DOTT), ডিপ্লোমা ইন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি (CCT), ডিপ্লোমা ইন কমিউনিটি মেডিক্যাল সার্ভিস অ্যান্ড এসেন্সিয়াল ড্রাগস (CMS & ED), ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপি টেকনোলজি (DPT)। যে কোনো শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা ভর্তির জন্য যোগ্য। সীট সীমিত। বিশেষ সুবিধা : (১) অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা প্রশিক্ষণ, (২) আধুনিক ক্লাসরুম ব্যবস্থা, (৩) Computer & Spoken English Classes, (৪) Hand-to-Hand Practical Training, (৫) সরকারি হাসপাতালে ইন্টার্ণশিপের সুযোগ, (৬) কোর্স শেষে প্লেসমেন্টে সহায়তা। এছাড়া ক্রেডিট কার্ড ও স্কলারশিপের সুবিধা আছে। যোগাযোগ : MCG College of Health Science, F-30, Near Kalyani Main Station (Near Platform No. 3), Kalyani, Nadia – 741235. Phone : (033) 40838089, 9088888123.

আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি পেয়ে অনন্য নজির

মাত্র ১ বছরের ট্রেনিংয়ে সাধারণ গ্র্যাজুয়েট থেকে আমি ভালো মাইনের চাকরি পেলাম কীভাবে

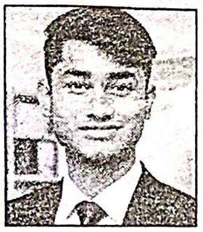

আমি অর্পিত চক্রবর্তী। গ্র্যাজুয়েশন পাশ করার পর সবার মতো আমিও চাকরি খুঁজছিলাম। চাকরি পেয়েওছিলাম। একটি নামী ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করছিলাম। কিন্তু কিছুদিন ওখানে থাকার পরই বুঝেছিলাম, কোনো গ্রোথ নেই। তাই আমি ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনাল কোর্স খুঁজছিলাম। কোনোটাই মনঃপূত হচ্ছিল না। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে বাড়িতে কর্মসংস্থান কাগজ রাখতাম। কোথায় কি ধরনের চাকরি রয়েছে বা কি ধরনের প্রফেশনাল কোর্স পড়লে কিছু দিনের মধ্যে নিশ্চিত চাকরি পাওয়া যাবে — সেই ব্যাপারে কর্মসংস্থান থেকে সবটাই জানতে পারতাম। ওই কাগজেই দেখলাম কলকাতার একটি ডিজিটাল মার্কেটিং ট্রেনিং সংস্থা (NIHT) এর কথা। খবরে দেওয়া নম্বরে ফোন করলাম। ওঁনারা অফিসে যেতে বললেন। প্রথমেই ওখানে প্রায় ঘণ্টাখানেক আমার কাউন্সিলিং করা হল। আমি তখন জানালাম যে, আমি ইন্সুরেন্স সেক্টরে আছি। কোনো ভাবেই আমার পক্ষে চাকরি ছেড়ে ট্রেনিং নেওয়া সম্ভব নয়। ওখানকার কাউন্সিলাররা জানালেন — আপনাকে চাকরি ছাড়তে হবে না। আমাদের এখানে প্রফেশনাল কোর্সের ট্রেনিং এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে কারো কোনো অসুবিধা না হয়। আমার ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে ওনারা ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। আমি ৩টি ব্যাপার দেখে ভর্তি হলাম। প্রথমত এখানে একদম গোড়া থেকে ডিজিটাল মার্কেটিং শেখানো হবে। দ্বিতীয়ত কোর্স ফি সাধ্যের মধ্যে। তৃতীয়ত প্লেসমেন্টের ব্যাপারে সবটুকু (ডিজিটাল সিভি তৈরি করা থেকে শুরু করে ইন্টারভিউ পর্যন্ত পুরো জার্নিটা) সাহায্য করা। একটা ব্যাপারে আমি প্রথম থেকেই সচেতন ছিলাম। ২০১৬ সালে আমার বাবা মারা যান। স্বভাবতই তখন থেকেই আমাকে পুরো সংসার টানতে হয়। তাই কোনো ধরনের হঠকারিতার জায়গা ছিল না আমার। কিছু দিন পরেই বুঝেছিলাম আমি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি। এখানে মূলত প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিংয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাকে Social Media Content Creation, SEO, Performance Marketing, GenAI/Automation Expert এর মতো মডিউল শেখানো হয়। ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সের পুরোটাই প্র্যাক্টিক্যাল বেস। যতই আপনি থিওরি ভালো জানুন না কেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত প্র্যাক্টিক্যালি আপনি সেটাকে প্রয়োগ করা শিখছেন ততক্ষণ পর্যন্ত চাকরির বাজারে আপনার কোনো দাম নেই। আর ঠিক এই ব্যাপারেই NIHT অদ্বিতীয়। যেকোনো ধরনের সমস্যায় এখানকার ফ্যাকাল্টি সম্পূর্ণভাবে আমাকে সাপোর্ট করেছে। ভরসা জুগিয়েছে — যাই হোক না কেন — আমি পারবোই। ঠিক ৯ মাস পর থেকে আমি বিভিন্ন জায়গায় চাকরির ইন্টারভিউ দিতে থাকি। প্রথমে আমি ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে পারছিলাম না। ধৈর্য্য ধরে প্রতিটি ইন্টারভিউয়ে কি ভুল হয়েছে তা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছে আমার মেন্টর। অবশেষে একদিন ঠিক আমি ইন্টারভিউ ক্র্যাক করলাম। কোর্সে ভর্তি হওয়ার ঠিক এক বছর পর আজ আমি সোশ্যাল মিডিয়া এক্সিকিউটিভ হিসাবে কলকাতার একটি নামী সংস্থায় কর্মরত। এখন আমি যা মাইনে পাই — ১ বছর আগেও আমি তা ভাবতে পারতাম না। এখানকার ট্রেনিংয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল — একবার এখানে ঢুকলে চাকরি আপনি পাবেনই।

NIHT-তে ঠিক কী ধরনের ট্রেনিং দেওয়া হয় যাতে আমার মতো সবাই এখান থেকে চাকরি পায়?

(১) এখানে রয়েছে ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড স্পেশাল ট্রেনিং মডিউল — যা এখন দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা ইন্ডাস্ট্রি-ফ্রেন্ডলি ডিজিটাল প্রোগ্রাম। (২) এখানে Google Ads, Meta Ads আর YouTube Ads শেখানো হয়— যাতে এখানকার ট্রেনিরা খুব সহজেই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের উপযোগী কন্টেন্ট বানাতে পারেন। (৩) এখানে 'মাল্টিপারপাস স্কিলড প্রফেশনালস' হিসাবে ট্রেনিদের তৈরি করা হয়। অর্থাৎ, এখানে ট্রেনিরা একসাথে ৩টি বিষয় ট্রেনিং নিতে পারে। ফলে স্বভাবতই এখান থেকে যাঁরা ট্রেনিং নেন, তাঁরা ন্যূনতম ৩ গুণ বেশি ভালো প্রোডাক্টিভিটি দেয়— যা যেকোনো ভালো MNC কোম্পানিতে, শুরুতেই ভালো পে-প্যাকেজ নিয়ে, তাঁদের কেরিয়ার শুরু করতে সাহায্য করে। (৪) এখানে ট্রেনিদের শেখানো হয় সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যাল-বেসড ডিজিটাল মার্কেটিং —ঠিক যেভাবে একটি লাইভ ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি বাস্তবে কাজ করে। (৫) এখানকার ডিজিটাল প্রোগ্রামে ট্রেনিরা বিভিন্ন AI Tools ব্যবহার করে কনটেন্ট আইডিয়া জেনারেশন, কপি রাইটিং, অটোমেশন ও ডাটা অ্যানালাইসিস শেখে — যা বড় বড় MNC কোম্প্যানিতে ইন্টারভিউ ক্র্যাক করার সময় বিশেষভাবে কাজে লাগে। (৬) এটি একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে AI Integrated Digital Marketing শেখানো হয়। (৭) এখানকার ট্রেনিদের হাই-কোয়ালিটি ভিডিও কনটেন্ট মেকিং ও প্রফেশনাল মানের Instagram Reels ও YouTube Shorts বানানোর টেকনিক এমনভাবে শেখানো হয় — যা চাকরির বাজারে তাদের গুরুত্ব অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। (৮) এখানকার ট্রেনিরা নিজেরাই ওয়েবসাইট তৈরি করে, হাতে-কলমে কাজ করে আর বিভিন্ন লাইভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টুল ব্যবহার করা শেখে — যা চাকরির বাজারে এখানকার ট্রেনিদের খুব ভালো মাইলেজ দেয়। (৯) এছাড়াও এখানে রয়েছে 'লাইভ পডকাস্ট স্টুডিও' যাতে ট্রেনিরা 'রিয়েল ইন্ডাস্ট্রি শুটে' অংশ নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে। আমার মতো যদি তোমারও একটু সাহস করে, নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে, ঠিক ১ বছরের মধ্যে স্বপ্নের চাকরি পেতে চাও, তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করো এই ফোন নম্বরে : 9830501515 / 9903622993.

জুনিয়র ও অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : নামী কোম্পানিতে 'জুনিয়র ও অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ' পদে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। কমার্স (অনার্স) গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। Tally-তে দক্ষ হতে হবে। ইচ্ছুক প্রার্থীরা বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন : 8777796659.

বাংলা ভাষা পেপারের

১ পাতার পর

স্কুলের ছেলেমেয়েদের বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। চাকরির যে যে পরীক্ষায় বাংলা ভাষা পেপার নেই, সেইসব পদে এবার থেকে বাংলা ভাষা পেপারের পরীক্ষা দিতে হবে। জোর দেওয়া হবে বাংলা ব্যাকরণের ওপর। এজন্য পুলিশ-সহ বেশ কয়েকটি পরীক্ষার সিলেবাস বদল হবে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল, কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল, কারা দফতরের ওয়ার্ডার, ফিমেল ওয়ার্ডার পদের পরীক্ষায় এতদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষা পেপার ছিল না। কিন্তু এবার থেকে এই পদের জন্য বাংলা ভাষা পেপারের পরীক্ষা দিতে হবে। তাই এই পরীক্ষার সিলেবাস বদল হবে। অন্যদিকে, পঞ্চায়েত দফতরের যে পরীক্ষা পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশন নেবে, তাতে বাংলা ভাষা পেপারের পরীক্ষা দিতে হবে। সাব-ইন্সপেক্টর অফ স্কুল, মোটর ভেহিক্যাল ইন্সপেক্টর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সমবায় ব্যাঙ্কের পরীক্ষায় বাংলা ভাষা পেপারের পরীক্ষা দিতে হবে।

পি.এস.সি.'র ক্লার্কশিপ, মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস, ডব্লু.বি.সি.এস. ইত্যাদি পরীক্ষায় আগে থেকেই বাংলা ভাষা পেপারের পরীক্ষা দিতে হত। অন্যদিকে, রাজ্যের সব পরীক্ষার ক্ষেত্রেই ইন্টারভিউয়ের নম্বর কমিয়ে ৫ নম্বর করা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদের ইন্টারভিউয়ের নম্বর ১৫ থেকে কমিয়ে ৫ নম্বর করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, রাজ্যে ১ সেপ্টেম্বর থেকে প্রশাসনিক সব স্তরে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সাধারণদের সঙ্গে যোগাযোগ, আবেদনপত্র গ্রহণ, উত্তর দেওয়া, বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ, আদেশনামা, পরিষেবা তথ্য, চাকরির পরীক্ষার প্রশ্ন ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষা লেখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ওষুধের ওপর নজরদারির লক্ষ্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল রিসার্চ সেন্টার ও মণিপাল হসপিটালের যৌথ উদ্যোগে নতুন কর্মমুখী কোর্স

ফার্মাকোভিজিলেন্স ইন ক্লিনিক্যাল রিসার্চ

বিজ্ঞান শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা গতানুগতিকতার বাইরে বেরিয়ে অন্য ধরনের উজ্জ্বল কেরিয়ার গড়তে চাইলে ফার্মাকোভিজিলেন্সকে পেশা হিসাবে নিতে পারেন। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার হার ভারতে ভালো নয়। ফলে, ওষুধের অব্যবহারজনিত কারণে নানা সময়ে অকারণ প্রাণহানি ও স্বাস্থ্যের অবনতির ঘটনা শোনা যায়। দরকারের অতিরিক্ত ওষুধ ব্যবহারের দায় ক্রেতার ওপর বর্তালেও পরিবেশক বা বিক্রেতার ওপরেও কিন্তু সমান দায় বর্তায়। তাই সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ওষুধের গুণমান ও সঠিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া দরকার। ফার্মাকোভিজিলেন্স আসলে সেই বিষয়েরই একটা অংশ মাত্র, যা শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও গুরুত্বপূর্ণ পেশা হিসাবে আজ জনপ্রিয়।

ফার্মাকোভিজিলেন্সের মাধ্যমে ওষুধ চিহ্নিতকরণ, তার মান বিচার ও পরিমাণ সম্পর্কে খেয়াল রাখা ও তার উন্নতির চেষ্টা করা হয়। এককথায় এই পেশার প্রধান কাজ বাজার চলতি ওষুধের ওপর নজরদারি। রোগের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের চাহিদা বাড়ছে। বাজারে যেসব ওষুধ আছে, সেইসব ওষুধের গুণমান রক্ষার জন্য ফার্মাকোভিজিলেন্সে প্রশিক্ষিতদের একান্ত দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের এক সমীক্ষা অনুসারে, ভবিষ্যতে সারা দেশের ওষুধ শিল্পে অন্তত পক্ষে ৫০,০০০ ফার্মাকোভিজিলেন্সের পেশাদার দরকার হবে। অথচ চাহিদার তুলনায় যোগ্য প্রশিক্ষকের এখন যথেষ্ট অভাব।

এই ক্ষেত্রে যোগ্য পেশাদার তৈরির জন্য 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়'এর ক্লিনিক্যাল রিসার্চ সেন্টার ও মণিপাল হসপিটালের (আগে ছিল আমরি হসপিটাল) যৌথ উদ্যোগে পড়ানো হচ্ছে 'ফার্মাকোভিজিলেন্স ইন ক্লিনিক্যাল রিসার্চ' বিষয়ের কর্মমুখী কোর্স। পূর্ব ভারতে একমাত্র এখানেই প্রথম এই ধরনের কোর্স পড়ানো হয়।

কারা পড়তে পারেন : বায়ো সায়েন্সের যেকোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট বা, ফার্মাসি বা, মেডিক্যাল (এম.ডি, এম.বি.বি.এস, বি.ডি.এস, বি.এইচ.এম.এস) বা, নার্সিংয়ের গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভরতি হতে পারেন। এছাড়া বি. ফার্ম'এর ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরাও যোগ্য। এমনকি প্যারামেডিক্যাল কোর্সের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরাও ভরতির জন্য যোগ্য।

প্রশিক্ষণের মেয়াদ : মোট ৯ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স। এর মধ্যে ৩ মাসের প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস হয়। ওষুধ শিল্পে নজরদারির জন্য একেবারে প্রাথমিক স্তরের ফার্মাকোভিজিলেন্স বিষয় থেকে শুরু করে ক্লিনিক্যাল রিসার্চ কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সে ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেমন করে কোনো ফার্মাকোভিজিলেন্স সেন্টার তৈরি করে কাজ শুরু করা যায়, ফার্মাকোভিজিলেন্স বিষয়ের তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি কেমন বা, এই বিষয়ের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বা, ফার্মাকোপিডেমোলজি সবটাই এই কোর্সের অন্তর্গত। এছাড়াও এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মধ্যে আছে সি.আর.ও অপারেশন, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, মেডিক্যাল রাইটিং, ডাটা ম্যানেজমেন্ট, সেফটি রিপোর্টিং, ড্রাগ ডিসকভারি, গুড ক্লিনিক্যাল প্র্যাক্টিস গাইডেন্স। ক্লাস হয় সপ্তাহে ১ দিন। শনিবার বেলা ১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। সীট : ২৫টি।

কাজের সুযোগ : পড়ার জন্য পড়ানো নয়, কোর্স শেষে সফল প্রার্থীদের কর্মসংস্থানেও সাহায্য করা হয়। ১৩ বছর ধরে ক্লিনিক্যাল রিসার্চ কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ওষুধ শিল্পের প্রসার, উন্নয়ন ও ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ক্ষেত্রে এই পেশাদারদের ভূমিকা দিন-দিন বাড়ছে। কোর্স শেষে চাকরির সুযোগ আছে এইসব ক্ষেত্রে : ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা, ক্লিনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন, হাসপাতাল, রিসার্চ ল্যাবরেটরি, বিজনেস প্রসেস অর্গানাইজেশন সংস্থা ও নিয়ামক সংস্থা। এই কোর্সে ভরতির জন্য দরখাস্ত করতে হবে নির্ধারিত ফর্মে। হাতে-হাতে ফর্ম পাবেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল রিসার্চ সেন্টার থেকে। ভরতির শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর কোর্স শেষে সফলদের চাকরিতে সহায়তা করা হয়। যোগাযোগ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লিনিক্যাল রিসার্চ সেন্টার, বায়ো-ইক্যুইভ্যালেন্স সেন্টার বিল্ডিংয়ের চারতলায় (নজরুল ভবনের উল্টোদিকে), কলকাতা-৩২। ফোন : ৯০৮ ৮ ৪০১৩৫৪।

NARAYANGARH NAMITA DEVI PVT. ITI
NCVT & WBSCVT অনুমোদিত
• ELECTRICIAN (2 yrs.) • FITTER (2 yrs.)
• WELDER (1 yr.)
• DRESS MAKING (1 yr.)
Admission Going on
এই প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত চাকরির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য
Chaturibhara (সুপ্রিম কোম্পানির পাশে)
Narayangarh, Paschim Medinipur
M: 7501060227 / 9832728877

DASAGRAM ANURAN PVT. ITI
NCVT & WBSCVT অনুমোদিত
Admission Going on
• ELECTRICIAN (2 yrs.) • FITTER (2 yrs.)
• SURVEYOR (2 yrs.) • HEALTH SANITARY INSPECTOR (1 yr.)
এই প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমস্ত চাকরির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য
Dasagram, Sabang, Paschim Medinipur
M: 9547221516 / 9832728877

ARISE - Achieve Your Target
AICTE approved MAKAUT
এর under এ কলেজে B.Tech (2nd year) admission এর জন্য ডিপ্লোমা পাশ students রা
CE/EE/ME/ECE/CSE Trade গুলিতে admission নিতে অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন Arise এ
WBJEE ভালো rank মানেই ARISE
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং:
• পলিটেকনিক (3years) - ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ
• ভোকলেট (2years) - উভয় ক্ষেত্রেই বয়সের কোনো উর্ধ্বসীমা নেই
কম খরচে ডিপ্লোমা করতে আজই যোগাযোগ করুন ARISE এ
আপনি কি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী?
অঙ্ক ভৌতবিজ্ঞান এ ভয়?
তিনটি DEMO ক্লাস এর মাধ্যমে আপনার আত্মবিশ্বাস 100% এনে দেবে Arise
DEMO ক্লাস এর জন্য সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
দীর্ঘ 25 বছর ধরে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের নজির সৃষ্টি করে চলেছে ARISE
রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে, যেমন
✔ ICDS ✔ পঞ্চায়েত ✔ PSC - ক্লার্কশিপ ✔ SSC
✔ Group C & D ✔ Police কনস্টেবল
এ প্রচুর নিয়োগ হতে চলেছে। আপনি যদি তাদের মধ্যে একজন হতে চান তাহলে প্রস্তুতির জন্য আজই যোগাযোগ করুন ARISE এ
নিয়োগ চলছে : Arise এর বিভিন্ন শাখার জন্য FACULTY (Science) ও RECEPTIONIST(Any) চাই
15th সেপ্টেম্বর থেকে Arise এর নতুন batch শুরু হচ্ছে।
যোগাযোগ : 8759247008/ 9332942455/ 9593060300

'সি-টেট' পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের স্কুলগুলিতে চাকরি কীভাবে পাবেন

সেন্ট্রাল টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (CTET) হল কেন্দ্রীয় সরকারের স্কুলগুলিতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষক পদে যোগ্যতার একটি জাতীয় স্তরের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার অনলাইন আবেদন শেষ হল ১ সেপ্টেম্বর। এটি জাতীয় পর্যায়ে সিবিএসই (CBSE) মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যেহেতু প্রতি বছর প্রতিযোগিতা বাড়ছে, তাই প্রার্থীদের সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রার্থীদের জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল থাকা গুরুত্বপূর্ণ, যা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা বা সাফল্য অর্জনে সহায়তা করবে। কীভাবে অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন সফল করবেন তার টিপস নিয়ে আলোচনা করছেন রাজ্য তথা দেশের সরকারি চাকরির প্রস্তুতির সেরা সংস্থা, রাইস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সমিত রায়।

রাইস-অ্যাডামাস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সমিত রায়

সিটেট (CTET) প্রস্তুতির সেরা কিছু টিপস ও কৌশল নিচে দেওয়া হলো-

CTET পরীক্ষার ধরণ ও সিলেবাস :

পরীক্ষার ধরণ ও সিলেবাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত থাকা আবশ্যক। CTET পরীক্ষায় শিশু বিকাশ ও শিক্ষাবিজ্ঞান, ভাষা I ও II, গণিত ও পরিবেশ বিদ্যা, গণিত ও বিজ্ঞান অথবা সমাজ অধ্যয়ন/সমাজ বিজ্ঞান থেকে প্রশ্ন থাকে। CTET পরীক্ষার ধরণ পেপার ১ ও ২-এর জন্য ভিন্ন হয়।

শিশু বিকাশ ও শিক্ষাবিজ্ঞানের (CDP) জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিন :

সিটেট (CTET)-এর সিডিপি (CDP) বিষয়টি স্কোরিং বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম। এটি পেপার ১ ও পেপার ২ উভয়েরই একটি অংশ আর উভয় পেপারেই এর ৩০ নম্বর থাকে। এছাড়াও, পেশাগতভাবে একজন ভালো শিক্ষক হওয়ার জন্য এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তাই, প্রার্থীদের এই অংশের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম চেষ্টাতেই CTET পাশ করার উপায় কী?

● প্রথম চেষ্টাতেই CTET পাশ করার জন্য, পরীক্ষার ধরণ ও সিলেবাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝার পাশাপাশি নিজের দুর্বল জায়গাগুলি চিহ্নিত করে একটি মনোযোগী ও কৌশলগত পদ্ধতি অবলম্বন করুন। শিশু বিকাশ ও শিক্ষণবিজ্ঞানকে অগ্রাধিকার দিন, কারণ এই বিভাগগুলির নম্বর বেশি। একটি ভারসাম্যপূর্ণ অধ্যয়ন পরিকল্পনা তৈরি করুন, যাতে থাকবে প্রতিদিনের পুনরালোচনা, ধারণা স্পষ্ট করা ও বিগত বছরের প্রশ্নপত্র সমাধান করা। নিয়মিত মক টেস্ট নির্ভুলতা ও সময় ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে সাহায্য করবে। বর্তমান শিক্ষানীতি ও শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত থাকুন ও পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়াতে ধারাবাহিকতা, শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।

● পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষার ধরণ সম্পর্কে অবগত হন।

● দক্ষতার সঙ্গে সমস্যা সমাধানের জন্য ধারণাগুলি স্পষ্ট করে একটি মজবুত ভিত্তি গড়ে তুলুন। অনুশীলনের জন্য সিটেট ২০২৬ মক টেস্ট সিরিজ রয়েছে এমন বই কিনুন।

দুর্বল ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করুন ও অতিরিক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে সেগুলি উন্নত করার দিকে মনোযোগ দিন।

CTET-এর বিগত বছরের প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে অনুশীলন করুন।

প্রস্তুতি চলাকালীন শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী মানসিকতা বজায় রাখুন।

CTET পরীক্ষার ধরণ ও সিলেবাস :

CTET-এর দুটি স্তর রয়েছে, যেগুলির সিলেবাস আলাদা হলেও পরীক্ষার ধরণ একই। CTET 2026 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে, সিলেবাস ও নতুন পরীক্ষার ধরণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি দেখে নিন:

পরীক্ষার প্যাটার্ন (Exam Pattern)

CTET পরীক্ষায় মোট ১৫০ নম্বরের ১৫০টি বহু বিকল্পভিত্তিক (MCQ) প্রশ্ন থাকে। কোনো নেগেটিভ মার্কিং বা নেতিবাচক নম্বর কাটা নেই।

পরীক্ষাটি দুটি পেপারে বিভক্ত : পেপার ১ (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) : মোট ১৫০ নম্বর।

পেপার ২ (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি) : মোট ১৫০ নম্বর।

সিলেবাস (Syllabus) পেপার ১ (ক্লাস ১-৫) প্রতিটি বিষয়ে ৩০টি করে প্রশ্ন ও ৩০ নম্বর থাকে : শিশু বিকাশ ও শিক্ষাবিজ্ঞান (CDP) : ৩০ নম্বর ভাষা ১ (বাধ্যতামূলক) : ৩০ নম্বর ভাষা ২ (বাধ্যতামূলক) : ৩০ নম্বর গণিত : ৩০ নম্বর পরিবেশ বিদ্যা (EVS) : ৩০ নম্বর

পেপার ২ (ক্লাস ৬-৮) শিশু বিকাশ ও শিক্ষাবিজ্ঞান (CDP) : ৩০ নম্বরভাষা ১: ৩০ নম্বরভাষা ২: ৩০ নম্বরগণিত ও বিজ্ঞান (গণিত/বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য) অথবা সামাজিক বিজ্ঞান (আর্টস শিক্ষকদের জন্য) : ৬০ নম্বরপ্রস্তুতি কিভাবে নিতে হবে (Preparation Strategy)

সিলেবাস বুঝুন : প্রথমে সম্পূর্ণ সিলেবাস ভালো করে দেখে নিন। এনসিইআরটি (NCERT) বই : ক্লাস ১ থেকে ৮ পর্যন্ত এনসিইআরটি বইগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

বিগত বছরের প্রশ্ন : অন্তত বিগত ৫ থেকে ১০ বছরের প্রশ্ন সমাধান করুন।

মক টেস্ট : নিয়মিত মক টেস্ট দিয়ে সময় মেইনটেইন করার অভ্যাস করুন।

পেডাগজি বা শিক্ষণবিদ্যা : পেডাগজির ধারণা পরিষ্কার রাখুন, কারণ এখান থেকে অনেক প্রশ্ন আসে।

কি কি বই পড়তে হবে (Recommended Books) :

শিশু বিকাশ ও শিক্ষাবিজ্ঞান : কে. ভি মথু বা মনোজ কুমার (অথবা যে কোনো ভালো বাংলা/ইংরিজি পেডাগজি বই)। এনসিইআরটি বই : ক্লাস ৩ থেকে ৮-এর গণিত, বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিদ্যার এনসিইআরটি টেক্সটবুক। অনুশীলনী গাইড: আরিয়ান প্রকাশন (Arihant) বা দিশা পাবলিকেশনের CTET সলভড পেপার ও প্র্যাকটিস বুক।

ভাষা প্রস্তুতি : বাংলা ও ইংরিজি ব্যাকরণ ও বোধপরীক্ষণ (Comprehension) এর সাধারণ নির্দেশিকা বই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব প্রাইমারি ও আপার প্রাইমারি টেট (WB TET) পরীক্ষা আলাদাভাবে হয়ে থাকে। তবে আইন ও বিভিন্ন মামলার রায় অনুযায়ী, কেন্দ্র ও NCTE-এর নিয়ম মেনে অতীতে কিছু ক্ষেত্রে বা বিশেষ নির্দেশে CTET উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সুযোগ দেওয়া হলেও, পশ্চিমবঙ্গ পর্ষদের নিজস্ব নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রাজ্য টেট-কেই প্রধান অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আপনি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (KVS), নবোদয় বিদ্যালয় (NVS) বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্কুলে শিক্ষকতা করতে চাইলে তবে CTET সরাসরি ও সম্পূর্ণভাবে গণ্য হয়।

ব্যাঙ্ক, রেল, কনস্টেবল, এসএসসি সিজিএল, ডব্লু.বি.সি.এস., এস.এস.সি, ইউ.পি.এস.সি.-সহ রাজ্য ও কেন্দ্রের অন্যান্য চাকরির পরীক্ষাতেও কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন তা জানতে নির্দ্বিধায় ফোন করুন এই হেল্প লাইনে : 6292190230.

রাজ্যের ১০৭টি কোম্পানিতে

৩৬,৩২১ পদে চাকরি

শুরুতেই মাইনে মাসে ১৫ হাজার টাকা

সৈকত হালদার, সল্টলেক : কলকাতার প্রথম সারির ৪৭টি কোম্পানি ও সারা রাজ্যে আরো ৬০টি কোম্পানি মিলিয়ে মোট ১০৭টি প্রতিষ্ঠানে, হিউম্যান রিসোর্স (HR) বিভাগে 'এক্সিকিউটিভ' পদে ৩৬,৩২১ জন ছেলেমেয়ে নেবে। গ্র্যাজুয়েট পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদনের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০.০৯.২০২৬ তারিখের হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। মাইনে মাসে ১২,০০০/- — ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত। প্রার্থী বাছাই করা হবে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে। ঠিক কী ধরনের ট্রেনিং নেওয়া থাকলে ৬ মাসের মধ্যেই অতি দ্রুত এই ধরনের চাকরি পাবেন, তা জানতে আমরা কথা বলেছিলাম রাজ্যের প্রথম সারির আউটসোর্সিং সংস্থা 'ডিসান টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড'এর সঙ্গে। সংস্থার CEO ও প্রতিষ্ঠাতা অর্ঘ্য দত্ত জানালেন, "দেখুন, সারা বছর ধরে প্রতিটি সংস্থায় এই বিভাগেই সবচেয়ে বেশি স্কিলড ছেলেমেয়ের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, ৩০ বছর বয়সী সাধারণ মানের গ্রাজুয়েট, ঠিকঠাক মতো জায়গা থেকে হিউম্যান রিসোর্স ট্রেনিং নিলে প্রথম সারির যেকোনো কোম্পানিতে তার 'স্বপ্নের কেরিয়ার' খুব সহজেই তৈরি করতে পারবে। ভালো জায়গা থেকে এই ট্রেনিং নেওয়া থাকলে, শুরুতেই প্যাকেজ হয় বছরে ১,৮০,০০০/- থেকে ২,১৬,০০০/- টাকা — যা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে যোগ দিলে পাওয়া যায় না। সারা দেশের কয়েক হাজার কোম্পানিতে সবথেকে বেশি স্কিলড লোক নিয়োগ হয় এই পদে। আমাদের এখান থেকেই এই বিভাগে গত ৬ মাসে চাকরি হয়েছে প্রায় ১,৫২২ জনের। আজকের যুগে দাঁড়িয়ে এমন কোনো কোম্পানি নেই যেখানে HR Executive লাগে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, আমাদের রাজ্যেই প্রত্যেক মাসে কয়েকশো কোম্পানিতে HR ডিপার্টমেন্টে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ের চাকরি হচ্ছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, এখনও অনেক বেকার ছেলেমেয়েই এই বিষয়ে কিছুই জানে না। রাজ্যের Labour Bureau Association এর থেকে পাওয়া গত ১ বছরের ডেটা অ্যানালিসিস করে দেখা গেছে, যে যদি কোনো ছেলেমেয়ে ঠিকঠাক মতো জায়গা থেকে এই ট্রেনিং খুব মন দিয়ে শেখে, তাহলে রাজ্যের তথা দেশের নামিদামি কোম্পানিতে ৬ মাসের মধ্যেই ভালো মাইনের চাকরি পাবেই।"

যেকোনো শাখায় গ্র্যাজুয়েশন পাশ করা ছেলেমেয়েরা খুব সহজে এই ধরনের ট্রেনিং নিতে পারবেন। এই বিভাগে প্রত্যেক সপ্তাহে কলকাতার ৭০ থেকে ৮০টি কোম্পানিতে কয়েকশো ছেলেমেয়ের চাকরি হচ্ছে। এই পেশা বেছে নিতে হলে কোথা থেকে ট্রেনিং নিতে হবে? উত্তরে CEO জানালেন, 'রাজ্যের মধ্যে এখন এই ট্রেনিংয়ের জন্য ডিসান অ্যাকাডেমির নাম সবথেকে ওপরে। কারণ : (১) একমাত্র এখানেই এই বিভাগের এন্ট্রি লেভেল নিয়োগ তথা, **Talent Acquisition (HR)** পদের জন্য আলাদাভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। (২) এই ট্রেনিং দেওয়া হয় ২টি পর্যায়ে— প্রথমে ৩ মাসের বেসিক ট্রেনিং, তারপর যাঁরা আরো ভালো মাইনের (পে-প্যাকেজ) চাকরি চায়, তাঁদের জন্য আছে ৬ মাসের 'স্পেশাল প্রফেশনাল ট্রেনিং' — এই ধরনের ২ পর্যায়ের ট্রেনিং আর কোথাও ভাবাই যায় না। (৩) একমাত্র এখানেই ট্রেনিং দেওয়ার পর রাজ্যের প্রথম সারির কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপ করানো হয়। এইসময় ছেলেমেয়েদের স্টাইপেন্ড হিসাবে মাসে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকা দেওয়া হয়। (৪) এই সংস্থার সঙ্গে দেশের ও রাজ্যের প্রথম সারির সব কোম্পানির এমনভাবে স্ট্র্যাটেজিক টাই আপ করা আছে যে, এখান থেকে ইন্টার্নশিপ শেষ হলে চাকরির জন্য কেউ বসে থাকে না। ৩ মাসের বেসিক ট্রেনিং করার পর নিয়োগ হয় **'Talent Acquisition (HR)'** পদে। তখন শুরুতেই মাইনে হয় মাসে ১২,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা। আর ৬ মাসের প্রফেশনাল ট্রেনিং নিলে **'HR Executive'** (স্যালারি মাসে ১৫,০০০ থেকে ১৮,০০০ টাকা) এমনকি সরাসরি **'HR Manager'** (স্যালারি মাসে ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা) পদেও অনেকের চাকরি হয়। **(৫)** এখানকার এই ট্রেনিংয়ের ইন্ডাস্ট্রিতে কতটা কদর, তা একটা উদাহরণ দিলেই খুব সহজেই বোঝা যাবে। এখানকার ট্রেনি **অর্পিতা নস্করের** কথাই ধরা যাক। সাধারণ গ্র্যাজুয়েট। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (HR) ট্রেনিং নেওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানে ঠিক ৭ মাস আগে ভর্তি হয়। কোনো ইন্টার্নশিপ না করেই, আজকে মাসে ১৮,০০০টাকা মাইনের চাকরি করছে সে। ৬ মাস পরে তার পে-প্যাকেজ হবে মাসে ২৫,০০০ টাকা - ৩০,০০০ টাকা। অর্থাৎ, এখানকার ট্রেনিং নিলে, তার কেরিয়ার যে খুব ভালোভাবে শুরু হবে — তা একপ্রকার সুনিশ্চিত। (৬) এই ট্রেনিংয়ের **অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ** ফিচার যেমন ইন্টারভিউ নেওয়া, ওয়ার্কফোর্স ম্যানেজমেন্ট টেকনিক, এমপ্লয়ি পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট, অ্যাটেনডেন্স ম্যানেজমেন্ট, সিলেকশন অ্যান্ড রিক্রুটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, পারফরম্যান্স অ্যান্ড কমপেনশেসন ম্যানেজমেন্ট-এর ওপর আলাদাভাবে ক্লাস নেওয়া হয়। ফলে এখানকার ছেলেমেয়েরা কেরিয়ারের শুরুতেই ইন্ডাস্ট্রির সেরা MNC কোম্পানি থেকে আলাদাভাবে অফার পায় — যা অন্য কোথাও ভাবাই যায় না। (৭) এছাড়াও, আমাদের ট্রেনিংয়ে **ESI, PF, Gratuity** ও **Updated Labour Laws**-এর ওপর আলাদাভাবে সেশন নেওয়া হয় — যাতে এখানকার ছেলেমেয়েরা এইসব ব্যাপারে খুবই দক্ষ থাকে — যা তাঁদেরকে প্রথম সারির যেকোনো বহুজাতিক সংস্থার ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে সাহায্য করবে। ফলে প্রথম থেকেই তাঁদের কাছে ভালো পে-প্যাকেজ পাওয়ার সুযোগ থাকবে। অর্থাৎ এখান থেকে পাশ করলে যাতে ইন্ডাস্ট্রিতে সবথেকে ভালো মাইনের অফার পায়; তা নিশ্চিত করা হয়। তাই এখানে অনেকেই ট্রেনিং শেষে একসঙ্গে ২-৩টি চাকরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পায়। (৮) এখানে সেরা সেরা HR Manager-রাই ফ্যাকাল্টি বা মেন্টর হিসাবে আছেন, যাতে এখানকার ছেলেমেয়েরা সবথেকে ভালো ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড প্রফেশনাল ট্রেনিং পায়। (৯) হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে ইন্ডাস্ট্রির সেরা সেরা এক্সপার্টরাই এখানকার কোর্স মডিউল তৈরি করে। এই আপডেটেড মডিউলে নিজেদেরকে ট্রেইন্ড করে এখানকার ছেলেমেয়েরা **HR Executive** হিসাবে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেদেরকে খুব সহজেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। (১০) একমাত্র এখানেই 'Work on Live Projects' করানো হয় — যা চাকরির বাজারে এখানকার ছেলেমেয়েদের 'অ্যাকসেপটেন্স' অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। (১১) এখানে স্পেশালাইজড ডেমো ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। যা বহুজাতিক কোম্পানিগুলিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় বিশেষভাবে কাজে লাগে। (১২) এখানকার কোর্স ফি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সবথেকে কম। এছাড়াও মাসিক ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা আছে। (১৩) একমাত্র এখানেই কোর্স ফি-র ওপর (পুরোটা একসাথে জমা দিলে) স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে— যা অন্য কোথাও নেই। তাই গ্র্যাজুয়েশন (বয়স ৩০ বছরের মধ্যে) পাশ করে ঘরে বসে না থেকে এই রাজ্যেই মাসে ভালো পে-প্যাকেজ অর্থাৎ ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে ৯ মাসের মধ্যে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে- 9429691888 অথবা চলে আসুন এই ঠিকানায় — **Desun Academy, Ambuja Neotia Eco Station, BP Block (11th Floor), Salt Lake, Kolkata, West Bengal 700091.**

পূর্ব ভারতের অন্যতম সেরা এই প্রতিষ্ঠান থেকে ৬ মাসের ট্রেনিংয়ে বছরে ১,৪৪,০০০ টাকা থেকে ১,৮০,০০০ টাকা মাইনের গ্যারান্টিড চাকরি। প্রতি ৬ মাস অন্তর এখান থেকে চাকরি পাচ্ছেন ৫০০ থেকে ৮০০ জন।

১২৭ জিওলজিস্ট

১ পাতার পর

'সায়েন্টিস্ট -বি (জিওফিজিসিস্ট), গ্রুপ-এ' ও 'সায়েন্টিস্ট -বি (হাইড্রোজিওলজিস্ট), গ্রুপ-এ পদে ১২৭ জন ছেলেমেয়ে নিচেছ।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

জিওলজিস্ট গ্রুপ-এ : জিওলজিক্যাল সায়েন্স, জিওলজি, অ্যাপ্লায়েড জিওলজি, জিওএক্সপ্লোরেশন, মিনারেল এক্সপ্লোরেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজি, মেরিন জিওলজি, আর্থ-সায়েন্স অ্যান্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ওসানোগ্রাফি অ্যান্ড কোস্টাল এরিয়া স্টাডিজ, পেট্রোলিয়াম জিওসায়েন্স, জিওকেমিস্ট্রির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা যোগ্য। ওইসব বিষয় নিয়ে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। চাকরি হবে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে। শূন্যপদ : ২৯টি।

কেমিস্ট গ্রুপ-এ : কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি, অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রির এম.এসসি. কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। চাকরি হবে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে। শূন্যপদ : ৭টি।

সায়েন্টিস্ট বি (হাইড্রোলজিস্ট), গ্রুপ-এ : জিওলজি, অ্যাপ্লায়েড জিওলজি, হাইড্রোলজি বা, মেরিন জিওলজির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। ওপরের সব ক্ষেত্রে এবছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। চাকরি হবে সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডে। শূন্যপদ :৫টি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট, গ্রুপ-বি : কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি, অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি, অর্গানিক কেমিস্ট্রি, হাইড্রো কেমিস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। চাকরি হবে জিওলজিক্যাল সার্ভেতে। শূন্যপদ :৬টি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জিওলজিস্ট গ্রুপ-বি : জিওলজি, অ্যাপ্লায়েড জিওলজি, মিনারেল এক্সপ্লোরেশন, মেরিন জিওলজি, আর্থ-সায়েন্স-এর পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। চাকরি হবে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে। শূন্যপদ : ৩৪টি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জিওফিজিসিস্ট, গ্রুপ-বি : জিওফিজিক্স, এক্সপ্লোরেশন জিওফিজিক্স, অ্যাপ্লায়েড জিওফিজিক্স, জিও-এক্সপ্লোরেশন, মেরিন জিওফিজিক্স, ফিজিক্স, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স, অ্যাপ্লায়েড জিওলজির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। চাকরি হবে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে। শূন্যপদ : ৩৬টি।

সায়েন্টিস্ট-বি (কেমিক্যাল), গ্রুপ-এ : কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি, অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রির এম.এসসি. কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। চাকরি হবে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে। শূন্যপদ : ১টি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট, গ্রুপ-বি : এম.এসসি. কিংবা ইন্টিগ্রেটেড সায়েন্স (কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি, অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি, অর্গানিক কেমিস্ট্রি, হাইড্রো-কেমিস্ট্রি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি)-এর মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। চাকরি হবে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে। শূন্যপদ :১টি।

অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইড্রোলজিস্ট, গ্রুপ-বি : জিওলজি, অ্যাপ্লায়েড জিওলজি, হাইড্রোলজি বা, মেরিন জিওলজির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। ওপরের সব ক্ষেত্রে এবছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। চাকরি হবে সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডে। শূন্যপদ :৭টি।

ওপরের সব ক্ষেত্রে এবছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৭'র হিসাবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-১-৯৫ থেকে ১-১-২০০৬'এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, প্রাক্তন সমরকর্মী আর সরকারি কর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : Examination Notice No. 01/2027-GEOL.

প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। 'কম্বাইন্ড জিও-সায়েন্টিস্ট এক্সামিনেশন,২০২৭'র মাধ্যমে। প্রথমে ৪০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে। তাতে সফল হলে ৬০০ নম্বরের মেন পরীক্ষা। তারপর ২০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু ১০ জানুয়ারি। পূর্ব ভারতে এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা, কটক, দিসপুর (গুয়াহাটি), পটনা, শিলঙ। এই পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ টাইপের।

কেমিস্ট, গ্রুপ-এ, অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট, গ্রুপ-বি, সায়েন্টিস্ট -বি (কেমিক্যাল), গ্রুপ-এ, অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট, গ্রুপ-বি পদের বেলায় থাকবে এই দু'টি পেপার : (ক) জেনারেল স্টাডিজ-১০০ নম্বর। সময় ২ ঘন্টা। (খ) কেমিস্ট্রি-৩০০ নম্বর। সময় ২ ঘন্টা।

জিওলজিস্ট গ্রুপ-এ, অ্যাসিস্ট্যান্ট জিওলজিস্ট, গ্রুপ-বি, সায়েন্টিস্ট-বি (হাইড্রোলজি), অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইড্রোলিজস্ট গ্রুপ-বি পদের বেলায় থাকবে এই দু'টি পেপার : (ক) জেনারেল স্টাডিজ - ১০০ নম্বর। সময় ২ ঘন্টা। (খ) জিওলজি বা, হাইড্রোজিওলজি-৩০০ নম্বর। সময় ২ ঘন্টা।

জিওফিজিসিস্ট, গ্রুপ—এ, অ্যাসিস্ট্যান্ট জিওফিজিসিস্ট গ্রুপ-বি, সায়েন্টিস্ট বি (জিওফিজিক্স), গ্রুপ-এ, অ্যাসিস্ট্যান্ট জিওফিজিসিস্ট গ্রুপ-বি পদের বেলায় থাকবে দু'টি পেপার : (ক) জেনারেল স্টাডিজ -১০০ নম্বর। সময় ২ ঘন্টা। (খ) জিওফিজিক্স-৩০০ নম্বর। সময় ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফল হলে মেন পরীক্ষা হবে ১৯ ও ২০ জুন। এই পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতে কলকাতা, ও দিসপুরে। প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের। সায়েন্টিস্ট -বি (হাইড্রোলজি) পদের পরীক্ষায় কনভেনশনাল টাইপের প্রশ্ন হবে এই ৩টি বিষয়ে : (১) জিওলজি প্রথম পত্র -২০০ নম্বর, সময় থাকবে ৩ ঘন্টা, (২) জিওলজি দ্বিতীয় পত্র -২০০ নম্বর, সময় থাকবে ৩ ঘন্টা, (৩) হাইড্রোলজি তৃতীয় পত্র -২০০ নম্বর, সময় থাকবে ৩ ঘন্টা।

সায়েন্টিস্ট -বি (জিওফিজিক্স) পদের লিখিত পরীক্ষায় কনভেনশনাল টাইপের প্রশ্ন হবে এই ৩টি বিষয়ে : (১) জিওফিজিক্স প্রথম পত্র - ২০০ নম্বর, সময় থাকবে ৩ ঘন্টা, (২) জিওফিজিক্স দ্বিতীয় পত্র - ২০০ নম্বর, সময় থাকবে ৩ ঘন্টা, (৩) জিওফিজিক্স তৃতীয় পত্র - ২০০ নম্বর, সময় থাকবে ৩ ঘন্টা।

কেমিস্ট ও সায়েন্টিস্ট-বি (কেমিক্যাল) পদের লিখিত পরীক্ষায় কনভেনশনাল টাইপের প্রশ্ন হবে এই ৩টি বিষয়ে : (১) কেমিস্ট্রি প্রথম পত্র -২০০ নম্বর, সময় থাকবে ৩ ঘন্টা, (২) কেমিস্ট্রি দ্বিতীয় পত্র -২০০ নম্বর, সময় থাকবে ৩ ঘন্টা, (৩) কেমিস্ট্রি তৃতীয় পত্র -২০০ নম্বর, সময় থাকবে ৩ ঘন্টা।

সব পেপারের প্রশ্ন হবে ইংরিজিতে। প্রতিটি পেপারে নির্দিষ্ট কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে সফল হবেন। এরপর ২০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : https://upsconline.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। তখন ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নিয়ে যাবেন। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ২০০ (মহিলা, প্রতিবন্ধী ও তপশিলীদের ফী লাগবে না) টাকা স্টেট ব্যাঙ্কের কোনো শাখায় নগদে কিংবা এস.বি.আই. নেট ব্যাঙ্কিং বা, ভিসা / মাস্টার কার্ড / ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে দিতে পারেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষকদের

১ পাতার পর

চাকরি বহাল থাকবে আগামী বছর ৩১ মে পর্যন্ত ও যথারীতি ওইসময় পর্যন্ত মাইনেও পাবেন তাঁরা। তবে ৩১ মে'র পর আর সময় বাড়ানো হবে না বলে সাফ জানিয়েছেন বিচারপতি। ২০১৬ সালের প্যানেলে নিয়োগ দুর্নীতির দায়ে ২৬ হাজার শিক্ষক ও ৮ হাজার শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাঁদের নতুন করে পরীক্ষাও নেওয়া হয়।

২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল করে নতুন করে নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই নির্দেশ মেনে স্কুল সার্ভিস কমিশন নবম ও দশম শ্রেণির পরীক্ষা নিয়েছিল এবছর ৭ সেপ্টেম্বর আর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা নিয়েছিল ১৪ সেপ্টেম্বর।

অন্যদিকে, ও.বি.সি. সংরক্ষণ ১৭% থেকে কমিয়ে ৭% করা হয়েছে। নতুন করে সব ও.বি.সি. প্রার্থীদের কাস্ট সার্টিফিকেট আপলোড করতে বলা হয়েছিল। যাঁদের সুপারিশপত্র দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে শিগগিরই সুপারিশপত্র দেওয়া হবে। অন্যদিকে, নবম-দশম শ্রেণির ইন্টারভিউও শিগগিরই শুরু হবে।

৩৭,৯৩২ GenAI বেসড UI/UX ডিজাইনার ও প্রোডাক্ট ডিজাইনার

১ পাতার পর

কম্পিউটারের অ্যাডভান্সড ট্রেনিং থাকতে হবে। শুরুতে মাইনে হবে মাসে ১২,০০০/- - ১৫,০০০/- টাকা।

পদ : GenAI বেসড প্রোডাক্ট ডিজাইনার।

বিজ্ঞান শাখা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও, সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের জন্য যোগ্য। এর সঙ্গে কম্পিউটারের অ্যাডভান্সড ট্রেনিং থাকতে হবে। শুরুতে মাইনে হবে মাসে ৩৩,০০০/- - ৬৫,০০০/- টাকা।

উভয় পদে আবেদনের জন্য টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। বয়স হতে হবে ৩০.০৯.২০২৬ এর হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে।

ট্রেনিং কত দিনের ও কোথা থেকে নেবেন : এই বিপুল সংখ্যক পোস্টে আবেদনের জন্য ঠিক কীভাবে নিজেকে তৈরি করলে, সামনের ৯ মাসের মধ্যে ভালো মাইনের চাকরি পাবেনই, তা জানতে আমরা কথা বলেছিলাম এই নিয়োগের দায়িত্বে থাকা রাজ্যের প্রথম সারির আইটি হিউম্যান আউটসোর্সিং সংস্থা 'ডিসান টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড'এর সঙ্গে। সংস্থার সিইও ও প্রতিষ্ঠাতা অর্ঘ্য দত্ত জানালেন, 'আমাদের রাজ্যে একমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি (IT) ক্ষেত্রেই সারা বছর ধরে নিয়োগ চলে। শুধুমাত্র শেষ ৬ মাসেই (জানুয়ারি-জুন) রাজ্যের সিলিকন ভ্যালি তথা কলকাতার সল্টলেকের বিভিন্ন সংস্থায় কমবেশি ৬৪,০০০ জনের নিয়োগ হয়েছে। আর এই নিয়োগের বেশিরভাগটাই হয়েছে **GenAI based UI/UX Designer** ও **GenAI based Product Designer** এই ২ পদে।' এর কারণ কি? উত্তরে অর্ঘ্য বললেন যে, 'আজকের প্রযুক্তি নির্ভর দুনিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে — তা সে অ্যাপই হোক বা ওয়েবসাইট। কথায় বলে, 'প্যাহলে দর্শনধারী, বাদ মে গুণ বিচারি'। অর্থাৎ ওয়েবসাইট বা অ্যাপ দেখে সাধারণ মানুষ যাতে আকৃষ্ট হয়, ডিজাইনারকে সবচেয়ে আগে সেটাই মাথায় রাখতে হবে। তবেই বাড়বে ইউজারের সংখ্যা। আর তবেই বাড়বে অ্যাপটির ডাউনলোডিং ট্র্যাফিকের পরিমাণ — যা অ্যাপটিকে গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপেল প্লে স্টোরে পপুলার করবে। আর এইখানেই লাগবে **UI/UX Designer**. অ্যাপের এই দেখনদারি কেমন হবে তা ঠিক করে দেবে ইউজার ইন্টারফেজ ডিজাইনার। অর্থাৎ অ্যাপ বা ওয়েবসাইটটি কেমন দেখতে হবে, কোথায় কোন রঙ থাকবে, কেমন হবে ডিজাইন, লেখায় কোন হরফ ব্যবহার করলে তা ডিজিটালি মানুষকে আকৃষ্ট করবে (অর্থাৎ পেজে বেশি সময় ধরে ইউজার থাকবে) — এই সব ধরনের টেকনিক্যাল ইনপুটস, পরিকল্পনাই করবে **UI/UX Designer.** অন্যদিকে আজকের যুগে দাঁড়িয়ে, এমন কোনো কোম্পানি নেই যেখানে **UI/UX Designer** লাগে না। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যাবে। আমাদের রাজ্যেই প্রত্যেক মাসে ৬০টি থেকে ৭০টি কোম্পানিতে কয়েকশো চাকরি হয়। অথচ আশ্চর্য এই যে, এখনও অনেক বেকার ছেলেমেয়েই এই বিষয়ে কিছুই জানে না। **UI (User Interface) / UX (User Experience)** ডিজাইন জিনিসটা ঠিক কী? UI ডিজাইন, অ্যাপ / ওয়েবসাইটের চেহারা (যেমন রঙ, ফন্ট, লেআউট) নিয়ে কাজ করে। আর UX ডিজাইন, ইউজার বা ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে সহজ ও কার্যকর করে তোলে — যা Figma, Adobe XD-এর মত সফটওয়্যার বা টুলস ব্যবহার করে ওয়্যারফ্রেমিং, প্রোটোটাইপিং ও ইউজার টেস্টিং শেখানো হয়। আবার এখনকার AI যুগে শুধুমাত্র UI/UX Designer থাকলেই হবে না — আবার ওই টিমে Product Designer ও থাকতে হবে। এখন এই **Product Designer**-এর কাজটা কি? একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যাবে। ভাবুন, আপনাকে একটা ফুড ডেলিভারি অ্যাপ ডিজাইন করার কথা বলা হল। **UI/UX Designer**-রা ওই অ্যাপের আউটলুক অর্থাৎ রঙ, ফন্ট, লেআউট ইত্যাদি এমনভাবে তৈরি করল, যাতে সেটা খুবই আকর্ষনীয় হয়। কিন্তু এখানেই কাজ শেষ হয় না। অ্যাপটিকে কিভাবে জনপ্রিয় করা যায় — সেই গুরুত্বপূর্ণ ধাপটাই নির্ভর করে **Product Designer**-এর কাজের ওপর। **Product Designer** মূলত অ্যাপটির সর্বগ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা ও ইউজার ফ্রেন্ডলিনেস নিয়ে কাজ করে। সোজা বাংলায় বলতে গেলে Product Designer অ্যাপটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইউজারের সমস্যা মেটাতে বা অ্যাপটির ফিচার কিরকম হবে বা অ্যাপটির ইউজার ফ্লো ও ওয়্যার ফ্রেমস, ইন্টারফেস ডিজাইন ও সর্বোপরি ডেভেলপার ও প্রোডাক্ট ম্যানেজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে অ্যাপটিকে সর্বাধিক জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এক কথায় এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ ডিজাইন করার দক্ষতা অর্জন করা যায়। সোজা কথায় বলতে গেলে ডিজিটাল পন্যের মার্কেটিং এই ট্রেনিং ছাড়া সম্ভব নয় — তাই দেশ বিদেশের প্রতিটি কোম্পানিতে এই বিশেষ ধরণের স্কিলড প্রফেশনালসদের চাহিদা এত বেশি। সেইজন্য সারাবছর ধরে এই বিশেষ সেকশানের জন্য এত বেশি সংখ্যক লোক লাগে। naukri.com এর গত ১ বছরের ডেটা অ্যানালিসিস করে দেখা গেছে, যে যদি কোনো ছেলেমেয়ে ঠিকঠাক জায়গা থেকে গ্রাফিক্স ডিজাইনিংয়ের ট্রেনিং খুব মন দিয়ে শেখে, তাহলে রাজ্যের তথা দেশের নামিদামি সফটওয়্যার কোম্পানিতে ৬ মাসের মধ্যেই ভালো মাইনের চাকরি পাবেই।'

> **শুধুমাত্র উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় কোনো টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াই ৯ মাসের মধ্যে বছরে ৩,০০,০০০ টাকা থেকে ৪,৮০,০০০ টাকা মাইনের চাকরি। প্রতি সপ্তাহে ৬০টি থেকে ৭০টি কোম্পানিতে এই ২ পদে কয়েকশো চাকরি**

এই পেশা বেছে নিতে হলে কোথা থেকে ট্রেনিং নিতে হবে?

উত্তরে অর্ঘ্যবাবু বললেন, 'রাজ্যের মধ্যে এখন আইটি ট্রেনিংয়ের জন্য ডিসান অ্যাকাডেমির নাম সবচেয়ে ওপরে। কারণ — (১) একমাত্র এখানেই GenAI বেসড UI/UX Designer ও Product Designer-এর ওপর আলাদাভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। শুধুমাত্র **উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়ে অথবা কমার্স / আর্টস / বিজ্ঞান / বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা অন্য যেকোনো বিষয়ের নন-টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েটরাও** এই ট্রেনিং নিতে পারবেন। সঙ্গে শুধুমাত্র কম্পিউটারের ওপর অ্যাডভান্সড কোর্স করা থাকলেই **কোনো ধরনের টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াই**, যেকোনো মধ্য মেধার ছেলেমেয়ে আবেদনের জন্য যোগ্য। (২) এখানে ডিজাইনিংয়ের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেকশন অর্থাৎ **'ইউজার ইন্টারফেজ (UI)'** (যে বিভাগে সারা বছর ধরে সবথেকে বেশি নিয়োগ হয়) এর ওপর আলাদাভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। কোনো দ্রব্যের প্যাকেজিং-ই বলুন কিংবা যেকোনো ব্যানার, লিফলেটের ডিজাইন অথবা লোগো ডিজাইন — সব ব্যাপারেই লাগবে এই ধরনের প্রফেশনালসদের। অর্থাৎ ডিজিটালি যা কিছু কনটেন্ট লাগবে তা ডেভেলপ করতে হলে, বা প্রোডাক্টের ওপর লেখা কীরকম দেখতে হবে বা ডিজাইন কেমন হলে তা সহজেই সবার চোখ টানবে — তা শেখানো হয় এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে। যা অন্য কোথাও আলাদাভাবে শেখানো হয় না। (৩) একমাত্র এখানেই **GenAI based UI/UX Designer** ও **GenAI based Product Designer** এর ওপর ৬ - ৯ মাসের অ্যাডভান্সড ট্রেনিং দেওয়ার পর রাজ্যের প্রথম সারির সফটওয়্যার কোম্পানিতে ৩ মাসের ইন্টার্নশিপ করানো হয়। এইসময় ছেলেমেয়েদের স্টাইপেন্ড হিসাবে মাসে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকা দেওয়া হয়। (৪) এছাড়াও একমাত্র এখানেই GenAI বেসড ওয়েব ডিজাইনিংয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ টুলস ChatGPT, Gemini, Claude মডেল দেশের সেরা সেরা AI বেসড প্রফেশনালসদের দিয়ে শেখানো হয়। তাই এখান থেকে পাশ করা ছেলেমেয়েরা, দেশের প্রথম সারির আইটি কোম্পানিতে সহজেই চাকরি পায়। (৫) একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানেই UI / UX ডিজাইনিংয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফিচার যেমন **'Interactive Element', 'Minimalistic & Clean Design', 'Customised Mobile Friendly Design', 'Contrasting Colour'**-এর ব্যবহার আলাদাভাবে শেখানো হয়। আবার প্রোডাক্ট ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে এই ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার যেমন **'Understand the problem', 'Research Users', 'Create User Flows', 'Develop Wireframes', 'Design UI', 'Build Prototypes', 'Launch', 'Measure & Improve'** এর ব্যবহার বিশেষভাবে শেখানো হয়। ফলে এখানকার ছেলেমেয়েরা কেরিয়ারের শুরুতেই ইন্ডাস্ট্রির সেরা সেরা ডিজাইনিং কোম্পানি থেকে আলাদাভাবে অফার পায় — যা অন্য কোথাও ভাবাই যায় না। (৬) এটি রাজ্যের একমাত্র আইটি লার্নিং সংস্থা, যেখানে ওয়েব ডিজাইনিংয়ের ওপর AI Prompting Tools (Figma AI, Galileo AI, FramerAI, Notion AI, MiroAI) এর ব্যবহার দেশের সেরা সেরা AI Modulator-দের থেকে শেখানো হয়। এছাড়াও এখানে ওয়েব ডিজাইনিংয়ের জন্য ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে মডিফায়েড ও আপডেটেড AI সফটওয়্যারে কাজ শেখানো হয়, যা অন্য কোথাও ভাবাই যায় না। (৭) আমাদের ট্রেনিংয়ে Figma, Sketch, Adobe PS, Squarespace, Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator, Canva, Adobe XD, Adobe Primier Pro, Adobe After Effects, Relume, Midjourney, Uizard এর মতো অত্যন্ত উন্নত ও আপডেটেড সফটওয়্যারে কাজ শেখানো হয়। এছাড়াও, এই কোর্সের মধ্যে এই ট্রেন্ডের সবচেয়ে মডিফায়েড মডিউল যেমন, Shopify, Wix বা Webflow -র মতো আইটি ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে চালু ও উন্নত Drag & Drop HTML builder-এ কাজ শেখানো হয় — যা আমাদের রাজ্যে আর কোথাও ভাবাই যায় না। (৮) এছাড়াও এখানে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে উন্নত ১০টির ওপর **AI বেসড Prompt Command Tools** শেখানো হয়। অর্থাৎ এখান থেকে পাশ করলে যাতে ইন্ডাস্ট্রিতে সবথেকে ভালো মাইনের অফার পায়, তা নিশ্চিত করা হয়। তাই এখানে অনেকেই ট্রেনিং শেষে একসঙ্গে ২-৩টি অফার লেটার হাতে পায়। (৯) একমাত্র এখানেই GenAI বেসড UI / UX ডিজাইনিং ও প্রোডাক্ট ডিজাইনিং একসঙ্গে শিখে 'কেরিয়ার এনহ্যান্সমেন্টে'র অভিনব সুযোগ আছে। অর্থাৎ, এখানে যাঁরা **UI / UX** ডিজাইনিং (শুরুতে মাইনে ১২,০০০/- - ১৫,০০০/- টাকা) ট্রেনিং-এর থেকে আরো ভালো প্যাকেজের চাকরি চান, তাঁরা প্রোডাক্ট ডিজাইনিং ট্রেনিংও নিতে পারেন (তখন মাইনে হবে ৩৩,০০০/- - ৬৫,০০০/- টাকা) — এই সুযোগ অন্য কোথাও পাবেন না। এছাড়াও এই ট্রেনিং নেওয়া থাকলে ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার কদর অনেকটাই বেড়ে যাবে। কারণ আপনি তখন, 'UI / UX ডিজাইনার' অথবা 'প্রোডাক্ট ডিজাইনার' দু'ভাবেই, যেকোনো বড় কর্পোরেট বা আইটি সংস্থায় উঁচু পদের জন্য সহজেই আবেদন করতে পারবেন। (১০) এখানে টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই অর্থাৎ শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েটপাশ ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের জন্য **'No Code, Low Code'** এর মতো অভিনব কারিকুলাম করা আছে, যাতে তারা খুব সহজেই এই ট্রেনিং নিতে পারে। (১১) আমাদের সঙ্গে দেশের ও রাজ্যের প্রথম সারির সফটওয়্যার কোম্পানিগুলির এমনভাবে স্ট্র্যাটেজিক টাই আপ করা আছে যে, এখান থেকে ইন্টার্নশিপ শেষ হলে চাকরির জন্য কেউ বসে থাকে না। শুরুতেই মাইনে হয় মাসে ২৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা। (১২) আইটি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো প্যাকেজ পাওয়া যায় যদি প্রার্থীর কাছে গ্লোবাল সার্টিফিকেশন থাকে। এক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্লোবাল টেক জায়েন্ট Shopify এর মতো কোম্পানি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ টাই আপ থাকায় এখান থেকে পাশ করলে Shopify Global Partnership Certification এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ফলে এখানকার ছেলেমেয়েরা ট্রেনিং পিরিয়ডেই বেঙ্গালউরু বা হায়দরাবাদের মতো জায়গায় বহুজাতিক আইটি ও সফটওয়্যার সংস্থায় ভালো প্যাকেজের চাকরি সহজেই পায়। অর্থাৎ এখান থেকে পাশ করলে যাতে ইন্ডাস্ট্রিতে সবথেকে ভালো মাইনের অফার পায় তা নিশ্চিত করা হয়। তাই এখানে অনেকেই ট্রেনিং শেষে একসঙ্গে ২-৩টি অফার লেটার হাতে পায়। (১৩) আমাদের এখানে সেরা সেরা **GenAI based UI/UX Designer** ও **GenAI based Product Designer**'রাই ফ্যাকাল্টি বা মেন্টর হিসাবে আছেন, যাতে এখানকার ছেলেমেয়েরা সবথেকে ভালো ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড প্রফেশনাল ট্রেনিং পায়। (১৪) এই ট্রেনিংয়ে ইন্ডাস্ট্রির সেরা সেরা এক্সপার্টরাই এখানকার কোর্স মডিউল তৈরি করে। এই আপডেটেড মডিউলে নিজেদেরকে ট্রেইন্ড করে এখানকার ছেলেমেয়েরা UI/UX ডিজাইনার ও প্রোডাক্ট ডিজাইনার হিসাবে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। (১৫) আমাদের এখানে বিশেষভাবে **'Work on Live Projects'** করানো হয় — যা চাকরির বাজারে এখানকার ছেলেমেয়েদের অ্যাকসেপটেন্স অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। (১৬) এখানে স্পেশালাইজড ডেমো ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। যা আইটি বা সফটওয়্যার কোম্পানিগুলিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় বিশেষভাবে কাজে লাগে। (১৭) এখানকার কোর্স ফি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সবথেকে কম। এছাড়াও মাসিক ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা আছে।' (১৮) একমাত্র এখানেই কোর্স ফি-র ওপর (পুরোটা একসাথে জমা দিলে) স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে— যা অন্য কোথাও নেই। তাই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ঘরে বসে না থেকে এই রাজ্যেই মাসে ভালো পে-প্যাকেজ অর্থাৎ ২৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে- 9429691888 অথবা চলে আসুন এই ঠিকানায় — **Desun Academy, Ambuja Neptia Eco Station, BP Block (11th Floor), Salt Lake, Kolkata, West Bengal 700091.**

১৩৪ টেকনিশিয়ান

১ পাতার পর

মোটর মেকানিক ট্রেড)' ও 'টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (এস অ্যান্ড ডি)' পদে ১৩৪ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

টেকনিশিয়ান (সার্ভে) : আই.টি.আই. থেকে সার্ভে ট্রেডের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২০,২০০-৪৯,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ১২টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ২, ব্যাকলগ ৬)।

টেকনিশিয়ান (স্যাম্পলিং) : বি.এসসি. কোর্স পাশরা যোগ্য। ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২০,২০০-৪৯,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ৭টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১, ব্যাকলগ ১)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট (মেটেরিয়ালস) : অঙ্ক বিষয় নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশ কিংবা কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। বেসিক কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২০,২০০-৪৯,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ১৬টি (জেনাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ২, ব্যাকলগ ১০)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট (অ্যাকাউন্টস) : কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা যোগ্য। বেসিক কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২০,২০০-৪৯,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ১০টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ১, ব্যাকলগ ৫)।

ইলেক্ট্রিশিয়ান : আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রেডের সার্টিফিকেট বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আর বৈধ ওয়্যারম্যান সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২০,২০০-৪৯,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ৭টি (জেনাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ব্যাকলগ ১)।

টেকনিশিয়ান (ড্রিলিং) : আই.টি.আই. থেকে মেকানিক (আর্থ মুভিং মেশিনারি, ডিজেল মেকানিক, মোটর মেকানিক, ফিটার) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ড্রিলিং বা, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। ভারী গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে। ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২০,২০০-৪৯,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ১২টি (ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৪)।

মেকানিক কাম অপারেটর (ড্রিলিং) : আই.টি.আই. থেকে মেকানিক (আর্থ মুভিং মেশিনারি, ডিজেল মেকানিক, মোটর মেকানিক, ফিটার) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা যোগ্য। মেকানিক্যাল, অটোমোবাইল বা, ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরাও যোগ্য। ১ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২০,২০০-৪৯,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩০টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ৭, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ব্যাকলগ ৬)।

জুনিয়র ড্রাইভার : মাধ্যমিক পাশরা ভারী গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকলে যোগ্য। ড্রাইভিংয়ের কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ১৯,৬০০-৪৭,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ২, তঃউঃজাঃ ১, ব্যাকলগ ১)।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১-৯-২০২৬'র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে টেস্ট বা, ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। কবে কোথায় পরীক্ষা হবে তা যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। পরীক্ষা দিতে যাতায়াতের রেল ভাড়া পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 03/Rectt/2026

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.mecl.co.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

একগুচ্ছ পরীক্ষার তারিখ

১ পাতার পর

বিজ্ঞপ্তিতে ও.বি.সি. প্রার্থীদের সাব-ক্যাটেগরি আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছে। ২০২৪ সালের ডব্লু.বি.সি.এস., ২০২৩ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস, ২০২৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস ও ২০২৪ সালের মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস পদের জন্য সব ও.বি.সি. প্রার্থীদের সাব-ক্যাটেগরি-সহ কাস্ট সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে। ওপরের ওই ৪টি পরীক্ষার জন্য যখন দরখাস্ত নেওয়া হয়েছিল, তখন ও.বি.সি. প্রার্থীদের সংরক্ষণ ছিল ১৭%। তখন ১৬৩টি ও.বি.সি. সাব-ক্যাটেগরি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে ৬৬টি ও.বি.সি. সাব-ক্যাটেগরি আছে আর বাকি সাব-ক্যাটেগরিগুলি বাতিল করা হয়েছে। তাই যে সব সাব-ক্যাটেগরিগুলি ও.বি.সি তালিকায় নাম নথিভুক্ত নেই, তাঁদের সাধারণ প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এজন্য সব ও.বি.সি. প্রার্থীদের নতুন করে সাব-ক্যাটেগরি আপলোড করতে হবে। যাঁরা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আপলোড করবেন না, তাঁদের সাধারণ প্রার্থী হিসাবে বিবেচনা করা হবে। প্রথমে পি.এস.সি.'র https://psc.wb.gov.in এই ওয়েবসাইটে গিয়ে Login করতে হবে। তারপর Edit অপশনে গিয়ে Select Category তে গিয়ে ড্রপ ডাউন করে Sub-Category সিলেক্ট করতে হবে। তারপর সাম্প্রতিক ও.বি.সি. সার্টিফিকেট নম্বর দিতে হবে। এরপর ইস্যুয়িং অথরিটি, তারিখ ইত্যাদি দিয়ে Save করতে হবে। **কোন পরীক্ষার জন্য কবে থেকে ও.বি.সি. সাব-ক্যাটেগরি আপলোড করতে হবে :**

(ক) ২০২৪ সালের ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষা : ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

(খ) ২০২৩ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা : ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর।

(গ) ২০২৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা : ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর।

(ঘ) ২০২৪ সালের মিসলেনিয়াস সার্ভিস পরীক্ষা : ৫ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর।

অন্যদিকে, ২০২৫ সালের ডব্লু.বি.সি.এস. প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবছর নভেম্বরের শেষে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই পদের ইন্ডিকেটিভ বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল ২০২৫ (বিজ্ঞপ্তি নং ৩/২০২৫) সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ। এ মাসের প্রথম দিকের যে কোনো দিনই দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে। (৩) ২০২৪ সালের ক্লার্কশিপ প্রিলিমিনারি (পার্ট-।) পরীক্ষা হবে এবছর ডিসেম্বরের প্রথম দিকে। এই পদের ইন্ডিকেটিভ বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল ২০২৫ সালের (বিজ্ঞপ্তি নং ১২/২০২৪) ডিসেম্বর মাস নাগাদ। এই পদের বিজ্ঞপ্তি এ মাসের শেষের দিকে বেরোবে।

গত সপ্তাহের 'কর্মসংস্থান'এ আমরাই প্রথম জানিয়েছিলাম, মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস প্রিলি. পরীক্ষা হবে ৪ অক্টোবর।

গতবারের মতো এবারেও কমন পেতে হলে কিনুন

৪ অক্টোবর হওয়া মিসলেনিয়াস পরীক্ষা ক্র্যাক করতে আজই কিনুন

সাফল্য সাফল্য সাধারণ জ্ঞান

চাকরির পরীক্ষার একমাত্র ম্যাগাজিন

6291684943

তুলসীর সরকারি চাকরির সেরা বই

- TULSHIR POLICE HANDBOOK & PRACTICE SET ₹ 390
- TULSHIR ICDS PRACTICE SET ₹ 350
- WBJEE ANM (R) & GNM
- TULSHIR PRIMARY TET HANDBOOK ₹ : 700
- TULSHIR PRIMARY TET PRACTICE SET ₹ : 500
- TULSHIR UPPER PRIMARY TET HANDBOOK (Sci. & Arts) ₹ : 890
- TULSHIR UPPER PRIMARY TET PRACTICE SET (Arts) ₹ : 500
- তুলসীর পরিবেশবিদ্যা (পেডাগজি-সহ) ₹ : 400

Tulshi Publishing

9903210844 /8100480354

বি.পি.এড. কোর্সে ভরতি

হুগলির সরকারি মহিলা শারীরশিক্ষা মহাবিদ্যালয়ে ২ বছরের বি.পি.এড. কোর্সে ভরতি শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র মহিলারাই আবেদন করতে পারবেন ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভরতি সংক্রান্ত তথ্য পাবেন এই ঠিকানায় : সরকারি মহিলা শারীরশিক্ষা মহাবিদ্যালয়, রাইস রিসার্চ স্টেশন, চুঁচুড়া, হুগলি।

চাকরির পরীক্ষার খবরাখবর

স্টেট ব্যাঙ্কের পরীক্ষা

স্টেট ব্যাঙ্কের প্রবেশনারি অফিসার পদের পরীক্ষা হবে ১২ সেপ্টেম্বর। ই-অ্যাডমিট কার্ড পাবেন এই ওয়েবসাইটে : https://sbi.co.in

ইউ.পি.এস.সি.'র এন.ডি.এ. পরীক্ষা

ইউ.পি.এস.সি.'র ২০২৬ সালের এন.ডি.এ. অ্যান্ড এন.এ. (।।) পরীক্ষা হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। ই-অ্যাডমিট কার্ড পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.upsc.gov.in

ইউ.পি.এস.সি.'র সি.ডি.এস. পরীক্ষা

ইউ.পি.এস.সি.'র ২০২৬ সালের কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিস (।।) পরীক্ষা হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। ই-অ্যাডমিট কার্ড পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.upsc.gov.in

এইমস-এর পরীক্ষা

নিউ দিল্লির এইমস-এর NORCET-11 পরীক্ষা হবে ১২ সেপ্টেম্বর। ই-অ্যাডমিট কার্ড পাবেন এই ওয়েবসাইটে : https://www.aiimsexams.ac.in

বি.এস.এন.এল.'এ ডিরেক্ট এজেন্ট

ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড ডিরেক্ট সেলিং এজেন্ট হিসাবে কিছু লোক নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাশরা ন্যূনতম ১৮ বছর বয়স থাকলে যোগ্য। কমিশনভিত্তিক কাজ। যোগাযোগ : Sales & Marketing Unit, BSNL, 2nd Floor, Telephone Bhavan, Kol-1, Ph: (033) 22304758.

সরকারি চাকরির দরকারি আলোচনা

টি. কে. মিত্র

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা যদি মহার্ঘ সরকারি চাকরি প্রাপ্তির মাধ্যমে নিজেদের কেরিয়ার গড়তে চান তবে বলব, UPSC, SSC, রেল ও ব্যাঙ্কিং সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে নিজেদের সুনিশ্চিত কেরিয়ার গড়ে তুলুন। বর্তমান সময়ের নিরীখে সঠিক প্রস্তুতি নিতে পারলে এই সমস্ত সেক্টরে চাকরি পাওয়া খুব একটা কঠিন মনে হবে না। আমাদের রাজ্যের ছেলে-মেয়েরা সাধারণতঃ রাজ্যের মধ্যেকার বিভিন্ন চাকরির দিকে মনোনিবেশ করে থাকেন। অনেকাংশে বলতে গেলে তাঁরা কিছুটা হোমসিক্‌ও বটে। এমতাবস্থায়, বিগত বছরগুলির দিকে যদি তাকানো যায়, তবে রাজ্য সরকারি চাকরিতে একটা ভাঁটার টান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর পিছনে বিভিন্ন অন্তর্নিহিত কারণসমূহ সম্মিলিতভাবে দায়ী। সে বিতর্কে না গিয়ে বলা যেতে পারে, ওবিসি মামলার গেরোয় রাজ্য সরকারের আসন্ন বিভিন্ন নিয়োগ প্রক্রিয়াসমূহ অনুজ্জ্বল বলেই মনে হচ্ছে।

রেলের বিভিন্ন পদে প্রায় 50,000 ভ্যাকেন্সি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়াও, IBPS ও SBI-এর মাধ্যমে প্রায় কয়েক হাজার পি.ও. ও ক্লার্ক নিয়োগের তোড়জোড় চলছে। UPSC ও SSC– এদের বিভিন্ন পরীক্ষাগুলিও নিয়মিতভাবে হয়ে থাকে। তাই একটি সুসংহত প্রস্তুতি নিতে পারলে নির্দ্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যে এসকল চাকরিতে স্বসম্মানে যোগদান করা সম্ভব। অবশেষে বলব, নিবিড় প্রস্তুতি নিতেই হবে এবং চলমান প্রস্তুতির শেষ ধাপ হিসাবে বিভিন্নপদে স্বসম্মানে যোগদান করতে হবে। সকল প্রকার প্রস্তুতি সহায়তায় একটা যোগাযোগ করা যেতেই পারে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানে।

সৌজন্যে- ক্যাসেস এডুকেশন, শিয়ালদহ, জগৎ সিনেমার পাশে, কলি-৯, WAPP- 9123325910, 9062756906

29 বছর ধরে সাফল্যের সাথে - শঙ্কর দার কোচিং

WBCS Prelims ও Main

ক্লাস শুরু হবে 15th September 2026

ক্লাস চলছে

WBP, KP, SSC GD, SLST, TET, Railway, Panchyet, WBCS, PSC Clerkship, SI etc.

Army Agnibir, TA Army

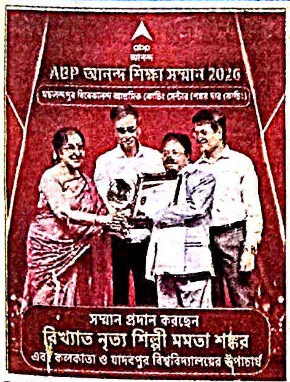

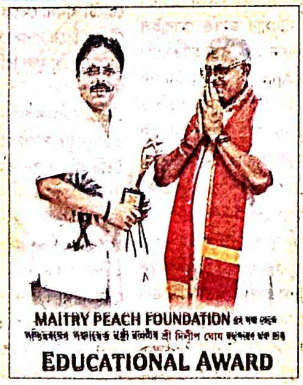

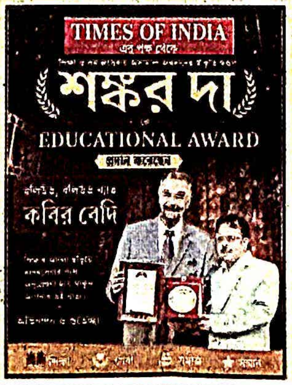

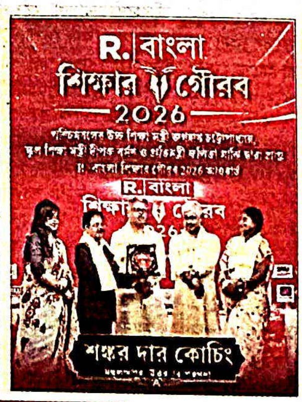

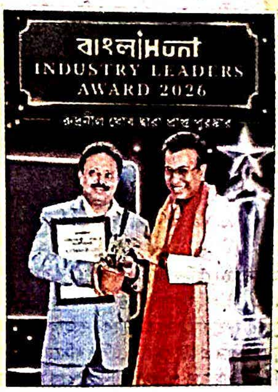

নীচের স্থানগুলিতে শংকর দার কোচিংয়ের নতুন Franchisee দেওয়া হবে

Franchisee এর জন্য ফোন করার সময় : 10 A.M. to 6 P.M.

• শিলিগুড়ি • কুচবিহার • উত্তর দিনাজপুর • দক্ষিণ দিনাজপুর • বালুরঘাট • ইসলামপুর • জলপাইগুড়ি • আলিপুরদুয়ার • রায়গঞ্জ • মালদা রথবাড়ি • রসানবাগ-মুর্শিদাবাদ • পলাশী-নদিয়া • বেথুয়াডহরি-নদিয়া • করিমপুর-নদিয়া • রানাঘাট • কল্যাণী • কৃষ্ণনগর • আসানসোল • দুর্গাপুর • কালনা • পশ্চিম বর্ধমান • আরামবাগ • বিষ্ণুপুর • তমলুক • গড়বেতা • ঝাড়গ্রাম • পশ্চিম মেদিনীপুর • কাঁথি-পূর্ব মেদিনীপুর • শ্যামপুর-হাওড়া • ডায়মন্ডহারবার • বেহালা • বসিরহাট • আদ্রা-পুরুলিয়া • ব্যারাকপুর

মছলন্দপুর বিবেকানন্দ আশ্রমিক কোচিং সেন্টার, মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা 9733894444

পাব্লিক সার্ভিসের

■ *ডব্লু.বি.সি.এস. ও স্টেনোগ্রাফার এই দু'টি পদের ইন্ডিকেটিভ বিজ্ঞপ্তি একইসঙ্গে বেরিয়েছিল। ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ দিয়েছে নভেম্বর মাস নাগাদ। স্টেনোগ্রাফার পদের পরীক্ষার তারিখ কবে দেবে? — সঞ্জিৎ ময়রা।*

■■ গত ২ বছরে যে যে পরীক্ষার ইন্ডিকেটিভ বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল, সেগুলির বিজ্ঞপ্তি পরপর বেরোবে। স্টেনোগ্রাফার পদের বিজ্ঞপ্তিও বেরোবে।

■ *পি.এস.সি.'র ফুড ইন্সপেক্টর পদের পরীক্ষার ফল কবে হবে? — অভিক ঘোষ, চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা।*

■■ আপাতত এই পরীক্ষার ফল বেরোনোর কোনো খবর নেই। এই পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন আছে।

■ *পি.এস.সি.'র জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদের পরীক্ষার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স কেমন থাকা দরকার? — কৌশিক ভট্টাচার্য, গড়ফা, কলকাতা-৭৮।*

■■ সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ৪১ বছরের মধ্যে। তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৫ বছর, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা (৪০% ও তার বেশি হলে) ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরের প্রার্থীরা 'জেনারেল কাস্টে'র প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারবেন। মূল মাইনে : ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা।

টেট / সি-টেট

■ *আপার প্রাইমারি 'টেট'এর সোশ্যাল স্টাডিজ বিষয়ের সিলেবাস জানাবেন। — ঋতম চক্রবর্তী, ভদ্রেশ্বর, হুগলি।*

■■ সোশ্যাল স্টাডিজে থাকে : ইতিহাস (প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক ভারতের জাতীয় আন্দোলন পর্যন্ত), ভূগোল (সৌরজগৎ, পরিবেশ, সম্পদ, কৃষি), সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন (সংবিধান, সরকার, গণতন্ত্র) ও শিক্ষণ সম্বন্ধীয় বিষয়।

■ *সি-টেট পাশ ও ডি.এল.এড. কোর্স করা আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাইমারি টিচার পদের ইন্টারভিউয়ে ডাক পাব?— ঋতিকা পাল।*

■■ হ্যাঁ, পাবেন।

■ *ভূগোলে বি.এসসি. ও এম.এসসি. কোর্স করেছি। ডিগ্রি কোর্সে পাস বিষয় হিসাবে অর্থনীতি ও ইতিহাস বিষয় ছিল। আপার প্রাইমারি পরীক্ষার জন্য সোশ্যাল স্টাডিজের বিষয় নিতে পারব কি? — পৌলমী সেনগুপ্ত, কৃষ্ণনগর, নদিয়া।*

■■ হ্যাঁ, পারবেন।

স্কুল সার্ভিসের

■ *স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদের পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে? — সজল জানা, ভরাপুরা, শ্যামপুর, হাওড়া।*

■■ ফল পুজোর আগেই বেরোবে।

■ *স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশমের ইন্টারভিউ কবে থেকে শুরু হবে? — রহিদুল সেখ, সুত্রাগড় কুঠির হাট লেন, শান্তিপুর, নদিয়া।*

■■ খুব শিগগিরই ইন্টারভিউ শুরু হবে।

পঞ্চায়েতে চাকরির

■ *গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়ক ও গ্রুপ-ডি পদের জন্য কী কী বিষয় থাকবে? — বাবলু রায়, ধাপরাহাট, কোচবিহার।*

■■ পঞ্চায়েতের নিয়োগ হবে পি.এস.সি.'র মাধ্যমে। তাই পরীক্ষার সিলেবাস বদল হবে। কী কী বিষয় থাকবে এখনো পি.এস.সি. প্রকাশ করেনি।

রেলে চাকরির

■ *রেলের এন.টি.পি.সি. ক্যাটেগরির পরীক্ষা দিয়েছি ১৯ আগস্ট। ফল কবে বেরোবে? — সৌরভ চক্রবর্তী, জয়নগর, মজিলপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।*

■■ ফল বেরোতে দেরি আছে।

■ *রেলের এন.টি.পি.সি. ক্যাটেগরির যে পরীক্ষা ১৯ আগস্ট হয়েছিল, তার দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা কবে হবে? — সৌরভ চক্রবর্তী, মজিলপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।*

■■ ভারতীয় রেলের বিভিন্ন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের এন.টি.পি.সি. (আন্ডার গ্র্যাজুয়েট)'এর সি.বি.টি.-২ পরীক্ষা হবে ১৭ সেপ্টেম্বর। এন.টি.পি.সি.'র গ্র্যাজুয়েট লেভেল'এর টাইপিং স্কিল টেস্ট হবে ২৪ সেপ্টেম্বর। এন.টি.পি.সি. ক্যাটেগরি লেভেল সি.বি.এ.টি. পরীক্ষা হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। ই-অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট রেলের ওয়েবসাইট থেকে।

■ *ট্রেনের লোকো পাইলট বা, গার্ড পদের জন্য কেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার? — কুন্তল ঘোষ, বেড়াবেড়ি ঘোষপাড়া, মন্দিরতলা।*

■■ মাধ্যমিক পাশ বা আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, মিল রাইট মেন্টেন্যান্স মেকানিক, মেকানিক রেডিও অ্যান্ড টি.ভি., ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল, ওয়ারম্যান, ট্রাক্টর মেকানিক, আর্মেচার অ্যান্ড কয়েল ওয়াইন্ডার, মেকানিক ডিজেল, হিট ইঞ্জিন, টার্নার, মেশিনিস্ট বা, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক ট্রেডে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। মাধ্যমিক পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। পলিটেকনিক থেকে মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, অটোমোবাইল বা, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্রোমা কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স বা, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। দৃষ্টিশক্তি দরকার A-1. অর্থাৎ, দূরের বেলায় চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬, ৬/৬, কাছের বেলায় চশমা ছাড়া উভয় চোখে ০.৬, ০.৬। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি'রা ৩ বছর, বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করলে ৩৫ (তপশিলী হলে ৪০, ও.বি.সি. হলে ৩৮) বছর বয়স পর্যন্ত, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মী আর অ্যাপ্রেন্টিসরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

জিজ্ঞাসা

সাম্প্রতিক তথ্যে ভরা

চাকরির পরীক্ষার কোনো প্রশ্ন আছে? দরখাস্ত করেও কোনো খবর পাচ্ছেন না, নাকি পরীক্ষা দিয়েও ফল কবে বেরোবে জানতে পারছেন না? দরখাস্ত বাতিল হয়ে যাবে কিনা ভাবছেন? কবে, কোথায় পরীক্ষা হবে? কী কী বিষয় থাকবে? অ্যাডমিট কার্ড এখনো পাননি, কবে পাবেন বুঝতে পারছেন না? বিজ্ঞপ্তি কবে বেরোবে? কোথায় যোগাযোগ করবেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে এইসব সাত-সতেরো প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিচ্ছেন রঞ্জিৎ ঘোষ।

এই বিভাগে উত্তর পেতে হলে **E-mail** *করুন এই নম্বরে :* **karmajiggasa@gmall.com**
ই-মেলে নিজের নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন।

ব্যবসা

পুজোর আগে সামান্য পুঁজি নিয়ে বাড়ির সামনে টেবিলে সাজিয়ে এখনই শুরু করুন ফুলের ব্যবসা

অনুপ বসু

হাওড়া ব্রিজের নিচে মল্লিকঘাট ফুল বাজার থেকে ফুল কিনে নিজের এলাকায় বিক্রি করে অল্প পুঁজিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। অল্প পুঁজি দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে বড়ো করা যায়। সামনে নানান পুজো। ২-৫ হাজার টাকা লাগিয়ে ছোটো পরিসরে ফুলের ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। দোকান ভাড়া না নিয়ে নিজের বাড়ির সামনে একটা টেবিল সাজিয়ে ফুল বিক্রি শুরু করতে পারেন। ব্যবসা ভালো চললে পরে দোকান, পাইকারি সরবরাহ, মালা তৈরি আর ফুলের ডেকোরেশনের মতো কাজের দিকে এগোবেন।

কোথা থেকে ফুল কিনবেন : কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলের নতুন ফুল ব্যবসায়ীদের জন্য হাওড়ার মল্লিকঘাট ফুল বাজার এক গুরুত্বপূর্ণ পাইকারি বাজার। এখানে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ফুলের কেনাবেচা হয় আর ভোর থেকেই পাইকারি ক্রেতা-বিক্রেতারা আসেন। নতুন যাঁরা এই ব্যবসা করতে চাইছেন, তাঁদের উচিত প্রথমে কয়েক দিন বাজারে গিয়ে দাম ও চাহিদা বোঝা। গাঁদা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, পদ্ম, জুঁই, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি ফুলের মধ্যে কোনটির চাহিদা নিজের এলাকায় বেশি, সেটি বুঝে তারপর কেনাকাটা করা উচিত। সব ফুল একসঙ্গে বেশি বেশি কেনার দরকার নেই। প্রথম দিকে অল্প কিছু বিভিন্ন ধরনের ফুল কিনে যে ফুল বেশি বিক্রি হবে, পরের দিন সেই ফুল বেশি করে কিনবেন।

বাড়ির সামনে টেবিল দিয়েই শুরু : এই ব্যবসার সবচেয়ে বড়ো সুবিধা, প্রথম দিনেই বড়ো দোকান নেওয়ার দরকার নেই। যদি বাড়ির সামনে মানুষের যাতায়াত ভালো থাকে, তাহলে স্থানীয় নিয়ম ও দরকারি অনুমতি নিয়ে একটা ছোটো টেবিল বসিয়ে ফুল বিক্রি করতে পারেন। টেবিলটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে আর সব ফুল সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে। গাঁদা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, জবা, পদ্ম, জুঁই, দোপাটি, অপারজিতা বা অন্যান্য ফুল আলাদা করে রাখা যায়। পাশাপাশি পুজোর জন্য ছোটো প্যাকেট বা ফুলের মালাও রাখা যেতে পারে। এছাড়া বেলপাতা, তুলসী পাতা, দূর্বা, আমের শাখা, কলা, রাখতে হবে। সুন্দরভাবে সাজানো ছোটো ফুলের টেবিলও পথচারী ও স্থানীয় ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে পারে। ফুলের বোকেও সৌন্দর্য বাড়াবে।

২-৫ হাজার টাকা কীভাবে কাজে লাগাবেন : প্রাথমিক মূলধনের একটি অংশ ফুল কেনার জন্য এবং বাকিটা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও পরিবহণের জন্য রাখা যেতে পারে। যেমন- ফুল কেনা, ছোটো টেবিল, ঝুড়ি বা ফুল রাখার পাত্র, প্যাকেট ও দড়ি, সুচ ও সুতো, কাঁচি। মল্লিকঘাট থেকে ফুল আনার পরিবহণ খরচ, জরুরি খরচের জন্য কিছু নগদ টাকা। এই ২-৫ হাজার টাকা কোনো নির্দিষ্ট সরকারি বা বাজার-নির্ধারিত বিনিয়োগ নয়। এটি খুব ছোটো পরিসরে শুরু করার এক সম্ভাব্য উদাহরণ। প্রকৃত খরচ ব্যবসার স্থান, ফুলের দাম ও কেনার পরিমাণের ওপর নির্ভর করবে। শুধু ফুল নয়, মালা ও তোড়া তৈরি করুন। ব্যবসা কিছুটা বুঝে গেলে শুধুমাত্র ফুল বিক্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ফুলের মালা ও তোড়া তৈরি করা যায়। পূজা, মন্দির, বিয়ে, জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফুলের মালা ও তোড়ার চাহিদা থাকে। নিজের হাতে মালা তৈরি শিখে নিলে একই ফুলকে আরও বেশি দামে বিক্রি করা সম্ভব। এরপর বিয়ের মালা, গাড়ি সাজানোর মালা, ফুলের তোড়া এবং অনুষ্ঠানের ফুল সরবরাহের মতো কাজও নেওয়া যেতে পারে।

নিয়মিত ক্রেতা তৈরি করুন : ফুলের ব্যবসায় শুধু রাস্তার ক্রেতার ওপর নির্ভর না করে নিয়মিত ক্রেতা তৈরি করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিজের এলাকার মন্দির, পুজোর দোকান, ফুলের দোকান, পুরোহিত, ডেকোরেটর, অনুষ্ঠান আয়োজক, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, জন্মদিন ও বিয়ে বাড়ি ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। সামনে দুর্গাপুজো, বিভিন্ন পুজো কমিটির সঙ্গে কথা বলে ১০৮টা পদ্মফুলের প্যাকেজ বিক্রি করুন, প্রচুর লাভ পাবেন। এখন থেকে যোগাযোগ করুন। এলাকার মন্দির বা দোকানে প্রতিদিন ফুলের দরকার পড়ে। নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করুন। এতে ব্যবসার বিক্রি আরও স্থিতিশীল হতে পারে।

মোবাইলেই শুরু করুন প্রচার। ছোটো ব্যবসার জন্যও মোবাইল ফোন এখন এক বড় হাতিয়ার। WhatsApp-এর মাধ্যমে নিজের এলাকার গ্রাহকদের ফুলের ছবি ও দাম জানানো যায়। সকালে বাজার থেকে ফুল আনার পর ছবি তুলে স্থানীয় গ্রাহকদের পাঠাতে পারেন। অর্ডার পেলে নির্দিষ্ট এলাকায় বাড়িতে ফুল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা যায়। এতে দোকানে বসে থাকা ছাড়াও অর্ডার-ভিত্তিক বিক্রির সুযোগ তৈরি হয়।

ফুলের ব্যবসায় হিসাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ : ফুল পচনশীল পণ্য। তাই বেশি ফুল কিনে রেখে দিলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এই ব্যবসায় লাভের পাশাপাশি নষ্টের হিসাবও রাখতে হবে। ব্যবসা একটু বাড়লে ফুল সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে মানে ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটরের ব্যবস্থা করলে অনেক দিন রাখা যায়। প্রতিদিন একটি খাতায় লিখুন-

ফুল কেনার খরচ + পরিবহণ + প্যাকেট/অন্যান্য খরচ = মোট খরচ। এরপর মোট বিক্রি - মোট খরচ = প্রকৃত লাভ। শুধু বিক্রির টাকা হাতে এসেছে বলে তা লাভ মনে করা যাবে না। প্রথম দিকে অল্প ফুল কিনে দিনের মধ্যে বিক্রি করার চেষ্টা করা উচিত। কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতার পর বোঝা যাবে কোন দিনে কত ফুল বিক্রি হয়।

উৎসব ও অনুষ্ঠানে বাড়তে পারে সুযোগ : পুজো-পার্বণ, বিয়ের মরশুম আর বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ফুলের চাহিদা বাড়তে পারে। তখন বেশি বিক্রির সুযোগ তৈরি হয়। তবে চাহিদা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফুলের পাইকারি দামও বেড়ে যেতে পারে। তাই বেশি দাম পাওয়ার আশায় অতিরিক্ত ফুল কিনে মজুত করা উচিত নয়। ফুলের ব্যবসায় চটপট কিনে চটপট বিক্রি আর নষ্ট কমানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ছোটো ব্যবসা থেকে বড়ো উদ্যোগ : একজন উদ্যোক্তা বাড়ির সামনে টেবিল দিয়ে ব্যবসা শুরু করে ধীরে ধীরে তা বড়ো করতে পারেন। প্রথমে খুচরা ফুল বিক্রি, তারপর মন্দির ও দোকানে সরবরাহ, এরপর মালা ও তোড়া তৈরি, তারপর বিয়ে ও অনুষ্ঠানে ফুল সরবরাহ — এভাবে ব্যবসার পরিধি বাড়ানো সম্ভব। পরে ডেকোরেটরদের সঙ্গে কাজ করে ফুলের সাজসজ্জার পরিষেবাও চালু করা যায়।

তৈরি হতে পারে কর্মসংস্থান : এই ব্যবসার সঙ্গে শুধু একজন মানুষই যুক্ত থাকবেন এমন নয়। ব্যবসা বড়ো হলে ফুল আনা, পরিবহণ, মালা তৈরি, প্যাকেট করা, বিক্রি আর ডেলিভারির জন্য আরো লোকের দরকার হতে পারে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি নিজের কর্মসংস্থান দিয়ে শুরু করে ভবিষ্যতে আরও কয়েকজনের কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারেন।

শেষ কথা : অল্প পুঁজি দিয়ে নিজের কর্মসংস্থান তৈরির একটি সম্ভাবনাময় পথ হতে পারে ফুলের ব্যবসা। প্রায় ২-৫ হাজার টাকা দিয়ে ছোট পরিসরে শুরু করার পরিকল্পনা, বাড়ির সামনে একটি টেবিল, মল্লিকঘাট ফুল বাজার থেকে ফুল সংগ্রহ এবং নিজের এলাকার ক্রেতাদের কাছে বিক্রি —এই মডেলটি নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য দারুণ একটা মডেল আইডিয়া। তবে সাফল্যের জন্য শুধু পুঁজি যথেষ্ট নয়। দরকার বাজার সম্পর্কে জ্ঞান, সঠিক দামে ফুল কেনার দক্ষতা, ক্রেতার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক, ফুল নষ্ট কমানোর ব্যবস্থা আর প্রতিদিনের সঠিক হিসাব রাখা। চাকরির জন্য বসে না থেকে ছোটো উদ্যোগের মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থান তৈরির চেষ্টা আজকের দিনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **এরপর ধূপকাঠি, মোমবাতি, গঙ্গাজলও রাখা যেতে পারে। ফুলের সঙ্গে এগুলোও নিয়মিত পুজোতে লাগে। এতে সামান্য পুঁজি লাগে।**

মিসলেনিয়াস স্পেশাল

1. কালিবঙ্গানের খননকার্যের সঙ্গে কে যুক্ত?
(A) বি.কে. থাপার (B) এস.আর. রাও (C) ডি. শর্মা (D) এন.জি. মজুমদার
2. 'দেবপুত্র' উপাধি ধারণ করেন কে?
(A) কণিষ্ক (B) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (C) হর্ষবর্ধন (D) প্রথম দেবরায়
3. 'আলি গুরশাপ' কার ছদ্মনাম?
(A) বলবন (B) মাহমুদ শাহ (C) আলা-উদ-দীন খিলজি (D) শাহজাহান
4. 'তুজুক-ই-বাবরী' কোন ভাষায় লেখা?
(A) ফারসি (B) তুর্কি (C) আরবি (D) কোনোটিই নয়
5. 'পবনদূত'এর রচয়িতা কে?
(A) ধোয়ী (B) শুদ্রক (C) ডান্ডিন (D) জয়দেব
6. 'অদ্বৈতবাদ'এর প্রবর্তক কে?
(A) রামানুজ (B) নিম্বার্ক (C) মাধবাচার্য (D) শঙ্করাচার্য
7. জাস্কর-এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি?
(A) কলসুবাই (B) কামেট (C) নন্দাদেবী (D) অন্নপূর্ণা
8. রক্তে প্লাজমা কত শতাংশ থাকে?
(A) 55% (B) 45% (C) 65% (D) 50%
9. GST কাউন্সিলে সদস্য সংখ্যা কত?
(A) 22 (B) 15 (C) 33 (D) 12
10. 'As You Like It'-এর রচয়িতা কে?
(A) পি.বি কোলি (B) ওয়ার্ডস ওয়ার্থ (C) শেক্সপিয়র (D) নেলসন ম্যান্ডেলা
11. নিউট্রন'এর আবিষ্কারক কে?
(A) স্যাডউইক (B) রাদারফোর্ড (C) থমসন (D) গোল্ডস্টাইন
12. ভারতের কোন শহরে প্রথম ফর্মুলা ওয়ান অনুষ্ঠিত হয়?
(A) পুণে (B) দিল্লি (C) নয়ডা (D) কোচি
13. ভারতের শুষ্কতম স্থান হল —
(A) ময়ূরেশ্বর (B) বক্সা (C) জয়সলমীর (D) নাগপুর
14. শ্বেতরক্তকণিকার সংখ্যা বাড়লে কোন রোগ হয়?
(A) লিউকোমিয়া (B) লিউকোপেনিয়া (C) গনোরিয়া (D) অ্যানিমিয়া
15. ট্রেজারি বিল ইস্যু করে কে?
(A) ভারত সরকার (B) RBI (C) অর্থ কমিশন (D) SBI
16. 'প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল' গঠিত হয় কোন সংবিধান সংশোধনে —
(A) 34তম (B) 36তম (C) 42তম (D) 44তম
17. ফৈজপুর অধিবেশনে কে সভাপতিত্ব করেন?
(A) জওহরলাল নেহরু (B) মহাত্মা গান্ধী (C) অ্যানি বেসান্ত (D) দাদাভাই নৌরজি
18. ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা কত?
(A) 27 (B) 32 (C) 25 (D) 44
19. পডসল মৃত্তিকা নাম পরিচিত কোনটি?
(A) লবণাক্ত মৃত্তিকা (B) পার্বত্য মৃত্তিকা (B) মরু মৃত্তিকা (C) পলি মৃত্তিকা
20. ভুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে কোন ভিটামিন?
(A) B_{12} (B) E (C) K (D) B_7
21. প্রথম Development Bank হল —
(A) IFCI (B) SIDBI (C) MUDRA (?D) EXIM
22. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য প্রধান কারণ —
(A) বন্যা (B) গুটি বসন্তের প্রাদুর্ভাব (C) সরকারি খাজনা অত্যধিক (D) নীলচাষে বাধ্য করা
23. প্রথম 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার দেওয়া হয় কোন সালে?
(A) 1961 (B) 1969 (C) 1965 (D) 1954
24. কোন ধরনের কয়লা থেকে কোল গ্যাস পাওয়া যায়?
(A) পিট (B) অ্যানথ্রাসাইট (C) বিটুমিনাস (D) লিগনাইট
25. নারকেলের ভোজ্য অংশ কোনটি?
(A) এন্ডোস্পার্ম (B) মেসোকার্প (C) থ্যালামাস (D) পেরিকাপ
26. 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরিজি অনুবাদের শিরোনাম কী ছিল?
(A) The plight of Nil Peasent (B) Indigo Planting Mirror (C) Indigo Planter's Outrage (D) Sorrow of Nil farmer
27. DDT-এর আবিষ্কারক হলেন —
(A) পল মুলার (B) স্যামুয়েল মর্স (C) ওটমার (D) পল উরিশ
28. প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় —
(A) ঘুষুড়িতে (B) রিষড়ায় (C) শ্রীরামপুর (D) হুগলি
29. নাইট্রোফিকেশনে কোন ব্যাকটিরিয়ার সহায়তা প্রয়োজন?
(A) সিউডোমোনাস (B) ক্লসট্রিডিয়াম (C) অ্যানাবিনা (D) নাইট্রোসোমোনাস

পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে

মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি

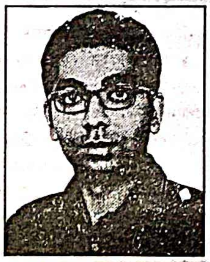

পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ২০২৪ সালের মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া হয়েছে। প্রার্থী বাছাইয়ের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ৪ অক্টোবর (রবিবার)। এই পরীক্ষায় জেনারেল স্টাডিজ ও অ্যারিথমেটিকের ২০০ নম্বরের ১টি পেপার থাকবে। মোট দেড় ঘণ্টার অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন হবে। অ্যারিথমেটিক গ্রুপের মাধ্যমিক মানের ৫০ নম্বরের ২৫টি আর জেনারেল স্টাডিজ পেপারে জেনারেল নলেজের ১৫০ নম্বরের ৭৫টি প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। এই পরীক্ষায় ঠিক যে ধরনের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা তেমনই ৫০টি প্রশ্নোত্তর তৈরি করেছেন রাজ্য সরকারের মূল্যায়ণ পর্ষদে কর্মরত নুরুল ইসলাম।।

30. 'ক্ষীরের পুতুল' রচনার লেখক কে?
(A) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (B) বিনয় মুখোপাধ্যায় (C) বিমল মিত্র (D) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
31. 'জাতীয় মহিলা কমিশন' প্রতিষ্ঠা হয় কত সালে?
(A) 1992 (B) 1996 (C) 1991 (D) 2000
32. 'বুলি' শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত?
(A) বেসবল (B) হকি (C) ভলিবল (D) সাঁতার
33. নিচের কোনটি শীতল স্থানীয় বায়ু?
(A) চিনুক (B) ফন (C) খামসিন (D) মিস্ট্রাল
34. সামাজিক বনসৃজন চালু হয় কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়?
(A) তৃতীয় (B) পঞ্চম (C) সপ্তম (D) দ্বিতীয়
35. অর্থবিল উত্থাপন করা হয় —
(A) লোকসভায় (B) রাজ্যসভায় (C) যে কোনো কক্ষে (D) শুধুমাত্র রাজ্যসভায়
36. SIM-এর সম্পূর্ণরূপ
(A) Subscriber Identity Module (B) Subscriber Identity Model (C) System Information Medium (D) কোনোটিই নয়
37. 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা হয় কত সালে?
(A) 1882 (B) 1876 (C) 1884 (D) 1871
38. PH স্কেল আবিষ্কার করেন কে?
(A) লিউয়েন হক (B) ট্যান্সলে (C) সোরেনসেন (D) ল্যামার্ক
39. X একটি কাজ Y-এর তুলনায় দ্বিগুণ দ্রুততায় সম্পন্ন করে, X যদি একটি কাজ 36 দিনে সম্পূর্ণ করে, তবে A ও B একসঙ্গে কত দিনে ওই কাজটি সম্পূর্ণ করবে?
(A) 16 (B) 24 (C) 12 (D) 18
40. একটি জলাশয়ে কচুরিপানা প্রতিদিন আগের দিনের দ্বিগুণ বাড়ে। পুরো পুকুর ভরতি হতে 61 দিন লাগলে 55 দিন পর পুকুরটির কত অংশ পূর্ণ হবে?
(A) $\frac{1}{32}$ (B) $\frac{1}{16}$ (C) $\frac{1}{128}$ (D) $\frac{1}{64}$
41. 504 জন ছাত্রছাত্রী বিশিষ্ট একটি স্কুলে ছেলে ও মেয়ের সংখ্যার অনুপাত 13 : 11, 12 জন মেয়ে স্কুল ছেড়ে গেলে ওই অনুপাত কত হবে?
(A) 73 : 91 (B) 91 : 73 (C) 73 : 37 (D) 37 : 91.
42. অর্ধেক ভরতি অবস্থায় কোনো বালতির ওজন 70kg. সিকি অংশ খালি অবস্থায় জলভরা বালতির ওজন 80Kg. দুই পঞ্চমাংশ ভরতি অবস্থায় পাত্রটির ওজন হবে —
(A) 16kg (B) 100kg (C) 66kg (D) 48kg
43. $5.\dot{3} + 3.\dot{2}\dot{5} + 12.\dot{1}$ = ?
(A) 20.0.69 (B) 20.65 (C) $20.\dot{6}\dot{9}$ (D) $20.\dot{6}0\dot{9}$
44. 11টি সংখ্যার গড় 10.9, যদি প্রথম 6টি সংখ্যার গড় 10.5 ও শেষের 6টি সংখ্যার গড় 11.4 হয়, তবে ষষ্ঠ সংখ্যাটি কী হবে?
(A) 11.3 (B) 11.4 (C) 11.5 (D) 11.2
45. কোনটি সঠিক —
(A) $\sqrt{5}+\sqrt{3}>3\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{5}+\sqrt{3}<3\sqrt{2}$
(C) $\sqrt{5}+\sqrt{3}<2\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{5}+\sqrt{3}>2\sqrt{5}$
46. একটি নল দিয়ে জলাধার 45 মিনিটে পূর্ণ হয় ও অন্য একটি নল দিয়ে পূর্ণ জলাধার 30 মিনিটে শূন্য হয়। অর্ধপূর্ণ অবস্থায় জলাধারের নল একসঙ্গে খুলে দিলে কত মিনিটে এটি শূন্য হবে?
(A) 40 (B) 60 (C) 50 (D) 45
47. $\frac{2}{3}A$ = B-এর 75% হয়, তবে A : B কত হবে?
(A) 10 : 11 (B) 9 : 8 (C) 8 : 9 (D) 1 : 1
48. কোনো পরীক্ষায় 60% পরীক্ষার্থী ইংরিজিতে পাশ করে ও 70% পরীক্ষার্থী অঙ্কে পাশ করে। ওই পরীক্ষাতে 20% উভয় বিষয়ে ফেল করে। যদি ওই পরীক্ষাতে উভয় বিষয়ে 2,500 পরীক্ষার্থী পাশ করে তবে কতজন পরীক্ষার্থী ছিল?
(A) 6,000 (B) 3,000 (C) 5,000 (D) 3,500
49. দু'টি সংখ্যার যোগফল 315 ও গ.সা.গু 35 হলে এরূপ কত জোড়া সংখ্যা সম্ভব?
(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 2
50. কলকাতা থেকে মালদা পর্যন্ত 16 জনের একটি দল বাসে ও 10 জনের একটি দল ট্রেনে গিয়েছিল। এতে দু'টি দলের মোট খরচ হয়েছিল 1426 টাকা। ট্রেনের একটি টিকিটের দাম বাসের $\frac{3}{2}$ গুণ হলে ট্রেনের 1টি টিকিটের দাম কত টাকা?
(A) 65 (B) 62 (C) 55 (D) 69

চটপট উত্তরের বিশ্লেষণ

1(A). 2(A). 3(C). 4(B). 5(A). 6(D). 7(B). 8(A). 9(C). 10(C). 11(A). 12(C). 13(C). 14(A). 15(A). 16(C). 17(A). 18(A). 19(B).

মিসলেনিয়াস স্পেশাল

20(B). 21(A). 22(B). 23(C). 24(C). 25(B). 26(B). 27(A). 28(B). 29(D). 30(A). 31(A). 32(B), 33(D). 34(B). 35(A). 36(A). 37(C). 38(C).

39(C). x কাজটি করে 36 দিনে ও y করে 18 দিনে।

মোট সময় লাগবে $\frac{xy}{x+y} = \frac{36\times18}{54} = 12$ দিন।

40(D). 61 দিনে ভরতি হয় 1 অংশ।

60 দিনে ভরতি হয় $\frac{1}{2}$ অংশ

59 দিনে ভরতি হয় $\frac{1}{4}$ অংশ

55 দিনে ভরতি হয় $\frac{1}{64}$ অংশ।

41(A). ছেলে = $504\times\frac{13}{24} = 273$

মেয়ে = 21 × 11 = 231

তাহলে নতুন অনুপাত 273 : (231–12) = 91 : 73

42(C). বালতি + $\frac{3}{4}$ জল = 80 kg.

বালতি + $\frac{1}{2}$ জল = 70 kg.

– – –

$\frac{1}{4}$ জল = 10 kg.

তাহলে মোট জল = 40 kg.

তাহলে বালতির ওজন 70–20 = 50Kg.

তাহলে নির্ণেয় ওজন = 50 + $\frac{2}{5}$ × 40

= 66kg.

43(C). $5+\frac{3}{9}+3+\frac{25}{99}+12+\frac{1}{9}$

$= 20 + \frac{69}{99} = 20.\dot{6}\dot{9}$

44(C). প্রথম 6টির যোগফল = 6 × 10.5 = 63

শেষ 6টির যোগফল = 6 × 11.4 = 68.4

তাহলে 12টি সংখ্যার যোগফল 63+68.4 = 131.4

11টি সংখ্যার যোগফল = 11 × 10.9 = 119.9

তাহলে ষষ্ঠ সংখ্যাটি 131.4 – 119.9 = 11.5.

45(B). $\sqrt{5}+\sqrt{3} = 3.96$

$3\sqrt{2} = 4.24$

$\therefore \sqrt{5}+\sqrt{3}<3\sqrt{2}$

46(D). 1 মিনিটে 1 একক জল খালি হয়। তাহলে 45 একক জল খালি হতে সময় লাগবে 45 মিনিট।

47(B). $\frac{2A}{3} = \frac{B\times75}{100}$

বা, 8A = 9B

বা A : B = 9 : 8

48(C). উভয় বিষয়ে ফেল 100 – (ইংরিজি পাশ + অঙ্ক পাশ – উভয় বিষয়ে পাশ)

বা, 20 = 100 – (60+70 – উভয় বিষয়ে পাশ)

বা, উভয় বিষয়ে পাশ = 50

50% = 2,500

বা, 100 = 5000

49(C). মনে করি, সংখ্যা দু'টি 35x ও 35y, x ও y পরস্পর মৌলিক।

তাহলে 35x + 35y = 315

বা, x + y = 9

তাহলে 9 = 1+8 = 2+7 = 4+5

তাহলে 3 জোড়া সংখ্যা পাব

50(D). মনে করি, ট্রেনের টিকিটের দাম 3x টাকা

বাসের টিকিটের দাম = 2x টাকা

তাহলে 3x × 10 + 2x × 16 = 1426 বা, x = 23

তাহলে ট্রেনের একটি টিকিটের দাম 69 টাকা।

AI ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ৫২,০১৮ নিয়োগ

১ পাতার পর

ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ৫,০০০ এর ওপর প্রফেশনালস নিয়োগ করেছেন তাঁরা। আর এই নিয়োগের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই ট্রেনিং নিয়েছে এই মুহূর্তে রাজ্যের অন্যতম সেরা স্কিলড প্রফেশনাল এডুকেশন ইনস্টিটিউশন NIHT থেকে। আবার Wipro এবছরের প্রথম ৬ মাসে এই বিভাগে ৩,০৩২ জনকে চাকরি দিয়েছে — যাঁদের মধ্যে বেশিরভাগটাই ডিজিটাল ট্রেনিং নিয়েছে NIHT থেকে। এখানেই শেষ নয়। Digi Magia Pvt. Ltd. বা Comval IT Solutions Pvt. Ltd. বা Creek Club বা Blue Wave Media-র মতো কলকাতার প্রথম সারির একাধিক কোম্পানির রিক্রুটিং টিমের সাথে কথা বলে দেখা গেছে যে, তাদের নিয়োগের বেশিরভাগ প্রার্থীরাই এসেছে NIHT থেকে। আবার গত বছরের এই সময়ের রিক্রুটমেন্টের যা ট্রেন্ড একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সামনের আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কমবেশি রাজ্যের প্রায় ১৩০টির ওপর আইটি কোম্পানিতে ৫২,০১৮ জন 'ডিজিটাল প্রফেশনালস' এর নিয়োগ হবে। যেকোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলে আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের জন্য যোগ্য। কীভাবে এই নিয়োগ হবে। এ ব্যাপারে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম দেশ তথা রাজ্যের অন্যতম সেরা স্কিলড প্রফেশনাল এডুকেশন ইনস্টিটিউশন NIHT-র ডিজিটাল প্রোগ্রামের হেড অফ দ্যা ডিপার্টমেন্ট অংশুমান শেঠ-এর কাছে। অংশুমানের মতে, "একথা একদম সত্যি যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে স্কিলড প্রফেশনালস ছাড়া কোনো চাকরি নেই। অর্থাৎ এখন ডিগ্রি নয়। স্কিলের দরকার। তাই রিক্রুটারদের কাছে স্কিলড কর্মী সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। যদি আপনার ভেতরে ঠিকঠাক স্কিল থাকে, তাহলে বড় বড় কোম্পানি আপনাকে ঘরে এসে চাকরি দিয়ে যাবে। আর যদি তা না থাকে, তাহলে আপনি যতই ট্যালেন্টেড হোন না কেন, কোথাও আপনি চাকরি পাবেন না। একটা জিনিস প্রথমেই পরিষ্কার বলা ভালো। ইন্টারভিউ বোর্ডে একমাত্র বন্ধু হতে পারে আপনার ভেতরের স্কিলড অ্যাটিচিউড— যা অন্য অনেকের থেকে চাকরি পেতে আপনাকে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে। কেউ আপনাকে কোনো সুযোগ দেবে না। আপনাকে নিজেকেই সুযোগ তৈরি করে নিতে হবে। এখন আপনি ভাবতেই পারেন— কোম্পানিগুলির কাছে কেন স্কিলড প্রফেশনালস এর এত চাহিদা? কারণ কোনো কোম্পানি এখন আর ট্রেনিং দেওয়ার জন্য আলাদাভাবে খরচ করতে চায় না। তারা চায় তাদের চাহিদা মতো স্কিলড প্রফেশনালস — যে একসাথে একাধিক ডিপার্টমেন্ট সামলাতে পারবে। সোজা বাংলায়, কোম্পানি যে ক্যান্ডিডেট-এর মধ্যে এই গুন দেখতে পাবে, তাকেই সিলেক্ট করবে। অর্থাৎ, বেসিক কোয়ালিফিকেশন নয়, চাকরি পেতে গেলে এখন লাগবে কাস্টমাইজড স্কিলড কোয়ালিফিকেশন।" ঠিক কোথা থেকে এই ধরনের ট্রেনিং পাব? উত্তরে এইচওডি জানালেন, 'আমাদের রাজ্যে ডিজিটাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রোভাইডর অনেকেই আছে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক ইনস্টিটিউশন, এমপ্লয়ারের চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজড ট্রেনিং দেয়। আর ঠিক এইখানেই NIHT-র গুরুত্ব। এখানে শুধুমাত্র কোর্স করানো হয় না — কেরিয়ার তৈরি করা হয়।' এখানে ট্রেনিং নিতে হলে বেসিক কোয়ালিফিকেশন কী থাকা দরকার? যেকোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েশন পাশ ছেলেমেয়েরা এখানকার ডিজিটাল জব ওরিয়েন্টেড ট্রেনিং নিতে পারবে। ২৫০টির বেশি কোম্পানি ডিজিটাল গ্রোথ বাড়াতে এই কোম্পানিকে নিয়োগ করে। ফলে স্বভাবতই এখানকার ছেলেমেয়েরা ওইসব কোম্পানিতে ভালো পে-প্যাকেজে প্লেসড হয়।

পূর্ব ভারতের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান যেখানে ৬ মাসের ট্রেনিংয়ে বছরে ৩,৬০,০০০ টাকা মাইনের গ্যারান্টিড চাকরি হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত এখান থেকে চাকরি পেয়েছে ৬০,০০০ জনেরও বেশি

এখানকার ট্রেনিং অন্যদের থেকে আলাদা কোথায়?

উত্তরে কোম্পানির চিফ অপারেটিং অফিসার প্রসিত পাল জানালেন, "(১) এখানে শুধুমাত্র ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড ট্রেনিং দেওয়া-ই হয় না, এমপ্লয়ারের চাহিদা মতো প্রার্থীকে 'ট্রেনড প্রফেশনালস' হিসাবে তৈরি করে দেওয়া হয়। যাতে যেকোনো বড় কোম্পানিতে ভালো পে-প্যাকেজে সে তার কেরিয়ার শুরু করতে পারে। (২) এখানে রয়েছে ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড স্পেশাল ট্রেনিং মডিউল তথা Master Program in Digital Marketing — যা এখন দেশের মধ্যে অন্যতম ইউনিক ও ফিউচার-রেডি প্রোগ্রাম। এখানে Website Ranking, Organic Growth Strategy র পাশাপাশি শেখানো হয় Google Ads, Meta Ads আর YouTube Ads — যাতে এখানকার ট্রেনিরা খুব সহজেই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের উপযোগী কন্টেন্ট বানাতে পারেন। (৩) এই স্পেশাল ট্রেনিং মডিউল (Master Program in Digital Marketing) অন্যদের থেকে অনেকটাই আলাদা। এখানে 'মাল্টিপারপাস স্কিলড প্রফেশনালস' হিসাবে ট্রেনিদের তৈরি করা হয়। অর্থাৎ, একমাত্র আমাদের এখানেই ট্রেনিরা একসাথে ৩টি বিষয় ট্রেনিং নিতে পারে — (A) Digital Marketing, (B) Content Creation (Graphics+Video Editing) ও (C) GenAI / Automation Expert. আর কোথাও এই সুবিধা নেই। ফলে স্বভাবতই এখান থেকে যাঁরা ট্রেনিং নেন, তাঁরা ন্যূনতম ৩ গুণ বেশি ভালো প্রোডাক্টিভিটি দেয়— যা যেকোনো ভালো MNC কোম্পানিতে, শুরুতেই ভালো পে-প্যাকেজ নিয়ে, তাঁদের কেরিয়ার শুরু করতে সাহায্য করে। (৪) এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল — এটি শুধুমাত্র Google ও Meta'র পার্টনার প্রতিষ্ঠানই নয় — এখানে ছেলেমেয়েদের শেখানো হয় সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যাল-বেসড ডিজিটাল মার্কেটিং —ঠিক যেভাবে একটি লাইভ ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি বাস্তবে কাজ করে। (৫) এখানকার ডিজিটাল প্রোগ্রামের সবচেয়ে বড় শক্তি হল Generative AI ও Agentic AI। এখানে ট্রেনিরা বিভিন্ন AI Tools ব্যবহার করে কনটেন্ট আইডিয়া জেনারেশন, কপি রাইটিং, অটোমেশন ও ডাটা অ্যানালাইসিস শেখে — যা বড় বড় MNC কোম্পানিতে ইন্টারভিউ ক্র্যাক করার সময় বিশেষভাবে কাজে লাগে। (৬) এটি একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে AI Integrated Digital Marketing শেখানো হয়। এছাড়াও, এখানকার ট্রেনিদের হাই-কোয়ালিটি ভিডিও কনটেন্ট মেকিং ও প্রফেশনাল মানের Instagram Reels ও YouTube Shorts বানানোর টেকনিক এমনভাবে শেখানো হয় — যা চাকরির বাজারে তাদের গুরুত্ব অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। (৭) রাজ্যের মধ্যে একমাত্র এখানেই ট্রেনিদের দেওয়া হয় Live Website Hosting Environment, যেখানে তারা নিজেরাই ওয়েবসাইট তৈরি করে, হাতে-কলমে কাজ করে আর বাস্তবভাবে Website Ranking Strategy, Google Tag Manager সেট-আপ, Facebook Pixel ও Conversion Tracking-এর মতো লাইভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুল ব্যবহার করা শেখে — যা চাকরির বাজারে এখানকার ট্রেনিদের খুব ভালো মাইলেজ দেয়। (৮) একমাত্র এখানেই AI Agent কীভাবে তৈরি করা হয় তা শেখানো হয়— যা যেকোনো কোম্পানির কাছেই খুবই আকর্ষণীয়। কারণ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে— 'AI Agent ক্রিয়েশন'— চাকরির বাজারে এখানকার ছেলেমেয়েদের গুরুত্ব কয়েকশো গুন বাড়িয়ে দেবে। ফলে তারা খুব সহজেই নিজের মনের মতো পে প্যাকেজ পেতে পারে। (৯) এছাড়াও এখানে রয়েছে একটি State-of-the-Art Studio, যেখানে ট্রেনিরা প্র্যাকটিক্যালভাবে কনটেন্ট তৈরি করতে পারে, 'লাইভ পডকাস্ট শুট' করতে পারে ও 'রিয়েল ইন্ডাস্ট্রি শুটে' অংশ নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে। ফলে এখানকার ছেলেমেয়েরা ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের পাশাপাশি কনটেন্ট প্রোডাকশন ও ব্র্যান্ড কমিউনিকেশনের বাস্তব ধারণা পায় - যা অন্য কোথাও হয় না। (১০) এখানে ট্রেনিং-এর সময় এখানকার ছেলেমেয়েরা নিজের Digital Properties-যেমন ওয়েবসাইট, ক্যাম্পেইন, কনটেন্ট ও অটোমেশন সিস্টেম তৈরি করতে পারে — যা সে ইন্টারভিউয়ের সময় 'লাইভ প্রজেক্ট' হিসেবে দেখাতে পারে — যা রাজ্যের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে নেই।

এখানকার ট্রেনিং নিলে ঠিক কী ধরনের মাইনে শুরুতেই পাওয়া যাবে?

মার্কেটিং, অ্যাডভার্টাইজিং, ফ্র্যাঞ্চাইজিং ও ডিজিটাল মার্কেটিং ডোমেন-এর ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠানের এইচওডি অংশুমান শেঠ বললেন, "দেখুন আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রি সেরা সেরা অভিজ্ঞ ট্রেনারদের দিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে ছেলেমেয়েদের এমনভাবে তৈরি করে দেওয়া হয় — যাতে তারা দেশের যেকোনো বড় প্রতিষ্ঠানে যেকোনো সময় ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে পারবেই। এখানকার ছেলেমেয়েদের একটি বিশেষ গুণ ডেভেলপ করানো হয়। তাই খুব সহজেই মধ্যমানের মেধা নিয়ে একজন উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলে-মেয়ে শুধুমাত্র এখানে ট্রেনিং নিয়ে, বছরে ৩,৬০,০০০ টাকা আকর্ষনীয় পে-প্যাকেজ পায়।" সাধারণ মানের উচ্চমাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েট পাশ ছেলেমেয়েরা শুধুমাত্র এখানকার ট্রেনিং নিয়ে কিভাবে মাসে ৩০,০০০ টাকা স্যালারি পেতে পারে তা জানতে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : 9830501515 / 9903622993 অথবা সরাসরি চলে আসুন এই ঠিকানায় : NIHT, Bhowanipore Campus, 1st Floor, 16C, Ashutosh Mukherjee Road, Near Home Land Mall, Kolkata - 700 020 বা NIHT, Ultadanga Campus, 3rd Floor, 161/1, CIT Road, CIT Scheme VII M, Scheme 7, Kolkata - 700 054.

৩২৬ ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস

১ পাতার পর

জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য :

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে :

অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর কেমিক্যাল প্ল্যান্ট : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে বি.এসসি. কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৭,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫০টি (ট্রম্বে ৩৫, থাল ১৫)।

ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিক্যাল প্ল্যান্ট : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক বিষয় নিয়ে বি.এসসি. কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৭,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬টি (ট্রম্বে ২, থাল ৪)।

ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক কেমিক্যাল প্ল্যান্ট : ফিজিক্স, অঙ্ক, কেমিস্ট্রি বিষয় নিয়ে বি.এসসি. কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৭,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ৪টি (ট্রম্বে ২, থাল ২)।

ইলেক্ট্রিশিয়ান : সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ২ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৪,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬টি (ট্রম্বে ১, থাল ৫)।

বয়লার অ্যাটেন্ড্যান্ট : বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ২ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৪,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ২টি (ট্রম্বে ১, থাল ১)।

হর্টিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট : উচ্চমাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ২ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৪,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬টি (ট্রম্বে ২, থাল ৪)।

মেডিক্যাল ল্যাব টেকনিশিয়ান (প্যাথলজি) : সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১৫ মাসের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৪,৬০০ টাকা। শূন্যপদ : থালে ২টি।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে:

কেমিক্যাল : কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১ ২মাসের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ২০টি (ট্রম্বে ১০, থাল ১০)।

সিভিল : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১ ২মাসের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ১৫টি (ট্রম্বে ৯, থাল ৬)।

কম্পিউটার : কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১ ২মাসের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ১০টি (ট্রম্বে ৫, থাল ৫)।

ইলেক্ট্রিক্যাল : ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১ ২মাসের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ২০টি (ট্রম্বে ১০, থাল ১০)।

ইন্সট্রুমেন্টেশন : ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১ ২মাসের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ২০টি (ট্রম্বে ১০, থাল ১০)।

মেকানিক্যাল : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১ ২মাসের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ২০টি (ট্রম্বে ১০, থাল ১০)।

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে :

রিক্রুটমেন্ট এক্সিকিউটিভ (হিউম্যান রিসোর্স) : ডিগ্রি কোর্স পাশরা ইংরিজিতে জ্ঞান থাকলে যোগ্য। কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১ ২মাসের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৭,৩০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩৫টি (ট্রম্বে ২০, থাল ১৫)।

অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভ : বি.কম., বি.বি.এ. বা, ইকনমিক্স বিষয় নিয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। বেসিক ইংরিজি ও কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১ ২ মাসের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫০টি (ট্রম্বে ২৫, থাল ২৫)।

সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট : ডিগ্রি কোর্স পাশরা ইংরিজিতে জ্ঞান থাকলে যোগ্য। কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৫ বছরের মধ্যে। ১ ২মাসের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬০টি (ট্রম্বে ৩৫, থাল ২৫)।

ওপরের সব ট্রেডের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। তপশিলী ও প্রতিবন্ধীরা ৫% নম্বরে ছাড় পাবেন। বয়স হতে হবে ১-৯-২০২৬'র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ট্রেনিং হবে ট্রম্বে, থাল জেলায়।

প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। সফল হলে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে : https://apprenticeshipindia.gov.in টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস, গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করবেন এই ওয়েবসাইটে https://nats.education.gov.in অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নিয়ে যাবেন। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য সঠিকভাবে দিয়ে 'সাবমিট' করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওপরের ওই ওয়েবসাইটে।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ৪৫ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : কন্টেনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড 'ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি' পদে ৪৫ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (কমার্শিয়াল অ্যান্ড অপারেশন্স) : মার্কেটিং, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, অপারেশন্স, লজিস্টিক্স, সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টের ডিপ্লোমা, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কিংবা এম.বি.এ. কোর্স পাশ হলে আর অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ডিগ্রি কোর্সে ৫৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। শূন্যপদ : ২৫টি (জেনাঃ১২, ই.ডব্লু.এস.২, ও.বি.সি.৪, তঃজাঃ৪, তঃউঃজাঃ৩)।

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (অ্যাকাউন্টস) : ডিগ্রি কোর্স পাশের পর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ : ৯টি (জেনাঃ ৪, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)।

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (টেকনিক্যাল) : মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ : ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (এম.আই.এস.) : কম্পিউটার সায়েন্স বা, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজি বা, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কিংবা ডোয়েক থেকে 'বি' লেভেলের কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। শূন্যপদ : ৩টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি: ১, তঃজাঃ ১)।

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (সিভিল) : সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ : ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) : এইচ.আর.এম., পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স বিষয় নিয়ে এম.বি.এ., এম.এস.ডব্লু., পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। ডিগ্রি কোর্সে অন্তত ৫৫% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। শূন্যপদ : ২টি (জেনাঃ)।

সব পদের বেলায় বয়স গুণতে হবে ৩১-৮-২০২৬'এর হিসাবে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৫০,০০০-১,৬০,০০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 05/2026.

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন টেস্টের মাধ্যমে। ৯০ মিনিটের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এম.সি.কিউ. টাইপের। সফল হলে ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : https://www.concorindia.co.in এজন্য ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৭৫০ টাকা অনলাইনে দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

১,৭৪৮ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার

১ পাতার পর

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সি.পি.ডব্লু.ডি.'র 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)' পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল বা, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সি.পি.ডব্লু.ডি.'র 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল)' পদের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)' পদের জন্য যোগ্য। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা প্ল্যানিং, এক্সিকিউশন বা, মেন্টেন্যান্সের কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল বা, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেরা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল) পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। ইলেক্ট্রিক্যাল, অটোমোবাইল বা, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা প্ল্যানিং, এক্সিকিউশন বা, মেন্টেন্যান্সের কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)' পদের জন্য যোগ্য। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক্স, প্ল্যানিং, এক্সিকিউশন ও মেন্টেন্যান্সের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল বা, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল)' পদের জন্য যোগ্য। ইলেক্ট্রিক্যাল বা, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা ইলেক্ট্রিক্যাল বা, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক্স, প্ল্যানিং, এক্সিকিউশন ও মেন্টেন্যান্সের কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদের সংখ্যা পরে জানানো হবে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে ফারাক্কা ব্যারেজের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)' শাখার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে ফারাক্কা ব্যারেজের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল)' শাখার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে সেন্ট্রাল ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার রিসার্চ স্টেশনের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)' শাখার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল বা, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে সেন্ট্রাল ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার রিসার্চ স্টেশনের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল)' শাখার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল)' শাখার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)' শাখার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশনের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)' শাখার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন ডি.জি.কিউ.এ-ন্যাভাল-এ 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল)' শাখার জন্য যোগ্য। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন ডি.জি.কিউ.এ-ন্যাভাল-এ 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল)' শাখার জন্য যোগ্য। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে জলশক্তি মন্ত্রকের অধীন ব্রহ্মপুত্র বোর্ডের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)' শাখার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ লাইটহাউস অ্যান্ড লাইটশিপের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)' শাখার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ লাইটহাউস অ্যান্ড লাইটশিপের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল)' শাখার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল কমিউনিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, টেলিকমিউনিকেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (টেলিকম)' শাখার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

ফিজিক্স অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে সায়েন্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা ইন্ডিয়া মেটেওরোলজিক্যাল বিভাগের 'সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদের জন্য যোগ্য। কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স টেলিকমিউনিকেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, টেলিকমিউনিকেশন, কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গ্র্যাজুয়েটরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে ফিশারিজ, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ডেয়ারিং বিভাগের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)' শাখার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৬'র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি হলে ১৩) বছর ও কর্মরত আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। প্রার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা থাকা দরকার। এজন্য ডাক্তারি পরীক্ষাও হবে ও সেই পরীক্ষায় সফল না হতে পারলে চাকরি পাবেন না। মূল মাইনে : ৩৫,৪০০-১,১২,৪০০ টাকা। চাকরি হবে জেনারেল সেন্ট্রাল সার্ভিস (টেকনিক্যাল) গ্রুপ 'বি' নন-গেজেটেড অফিসার পদে। মোট শূন্যপদ : ১,৭৪৮টি। কোন পদে ক'টি শূন্যপদ তা ওয়েবসাইটের For Candidates'এর মধ্যে পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করবে 'স্টাফ সিলেকশন কমিশন'। ২০২৬ সালের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার্স (সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল) পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে অবজেক্টিভ টাইপের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে অক্টোবর-নভেম্বরে। এই পরীক্ষায় থাকবে দু'টি পেপার। পরীক্ষা হবে পূর্ব-ভারতে এইসব কেন্দ্রে (ব্রাকেটে কোড নং দেওয়া হল) : কলকাতা (কোড ৪৪১০), শিলিগুড়ি (কোড ৪৪১৫), কল্যাণী (কোড ৪৪১৯), বর্ধমান (কোড ৪৪২২), দুর্গাপুর (কোড ৪৪২৬), সিউড়ি (কোড ৪৪১৬), বেরহামপুর (কোড ৪৬০২), গ্যাংটক (৪০০১), ভুবনেশ্বর (৪৬০৪), পোর্ট ব্লেয়ার (৪৮০২), রাঁচী (৪২০৫), পটনা (৩২০৬), আগরতলা (৫৬০১), ওয়াহাটি (দিসপুর) (৫১০৫), ইটানগর (৫০০১), ইম্ফল (৫৫০১), আইজল (৫৭০১), ও শিলঙে (৫৪০১)।

৫০০ নম্বরের কম্পিউটার বেসড এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এই দু'টি পেপারের। প্রথম পত্রে থাকবে এইসব বিষয় : (১) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। (২) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। (৩) জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল/জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেক্ট্রিক্যাল / মেকানিক্যাল), ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা।

এরপর দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় ৩০০ নম্বরের ১০০টি অবজেক্টিভ টাইপের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল/ইলেক্ট্রিক্যাল / মেকানিক্যাল) বিষয়ে। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। আরো বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.ssc.nic.in

প্রথম পেপারে কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে তবেই দ্বিতীয় পেপারের উত্তরপত্র দেখা হবে। সফল হলে ১০০ নম্বরের ইন্টারভিউ (পার্সোন্যালিটি টেস্ট)। পরীক্ষার ২ সপ্তাহ আগে ই-অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : http://ssc.nic.in অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে প্রথমে 'পার্ট-।' রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। 'পার্ট-।' রেজিস্ট্রেশন করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর-সহ প্রিন্ট করে নেবেন। এবার পার্ট-।। রেজিস্ট্রেশনে গিয়ে পেমেন্ট ডিটেলস, ফটোগ্রাফ ও স্ক্যান সিগনেচার দিতে হবে। পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা দিতে হবে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। টাকা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে দিতে চাইলে পার্ট-। রেজিস্ট্রেশন করার পর সরাসরি পার্ট-।। রেজিস্ট্রেশন করার সময় দিতে পারবেন। অনলাইনে টাকা জমা দেবেন ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এরপর জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে ফটো ও স্ক্যান করা সিগনেচার লাগবে। সবশেষে রেজিস্ট্রেশন করার পর প্রিন্ট করে নেবেন। একজন প্রার্থী একটিই দরখাস্ত পাঠাবেন। একাধিক দরখাস্ত পাঠালে সব দরখাস্তই বাতিল হবে। তপশিলী, মহিলা, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। ফর্ম সংশোধন ও পেমেন্ট সংক্রান্ত সংশোধন করতে পারবেন ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ১৩,৭০৬

১ পাতার পর

নিচে হ। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অনলাইন টেস্ট (প্রিলি ও মেন) হবে। এই পরীক্ষায় সফল হলে IBPS ইন্টারভিউয়ের সফল প্রার্থীদের কল লেটার পাঠাবে। ইন্টারভিউয়ে সফল হলে ওই ৪০টি ব্যাঙ্কের ওইসব পদে চাকরি পেতে পারেন। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) : গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা যোগ্য। কম্পিউটারে কাজ করার মতো জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। শূন্যপদ : **(1)** West Bengal Gramin Bank : 204 (Gen : 82, SC : 31, ST : 15, OBC : 55, EWS : 21). **(2)** Assam Gramin Bank : 181 (Gen : 73, SC : 27, ST : 14, OBC : 49, EWS : 18). **(3)** Jharkhand Gramin Bank : 285 (Gen : 115, SC : 46, ST : 21, OBC : 76, EWS : 27). **(4)** Odisha Gramin Bank : 600 (Gen : 240, SC : 96, ST : 132, OBC : 72, EWS : 60). **(5)** Bihar Gramin Bank : 500 (Gen : 202, SC : 75, ST : 38, OBC-135, EWS : 50).

অফিসার স্কেল-। (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) : গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা যোগ্য। অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো-অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বিষয়ের গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাবেন। কম্পিউটারে কাজ করার মতো জ্ঞান থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে। শূন্যপদ : **(1)** West Bengal Gramin Bank : 74 (Gen : 30, SC : 11, ST : 6, OBC : 20, EWS : 7). **(2)** Assam Gramin Bank : 169 (Gen : 68, SC : 25, ST : 13, OBC : 46, EWS : 17). **(3)** Jharkhand Gramin Bank : 80 (Gen : 35, SC : 12, ST : 5, OBC : 21, EWS : 7). **(4)** Odisha Gramin Bank : 375 (Gen : 153, SC : 56, ST : 28, OBC : 101, EWS : 37). **(5)** Bihar Gramin Bank : 394 (Gen : 160, SC : 59, ST : 30, OBC-106, EWS : 39).

অফিসার স্কেল-।। (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) (ম্যানেজার) : মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা যোগ্য। ব্যাঙ্কিং, ফিনান্স, মার্কেটিং, অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো-অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বিষয়ের গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাবেন। কোনো ব্যাঙ্ক বা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসাবে অন্তত ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ : **(1)** West Bengal Gramin Bank : 151 (Gen : 61, SC : 23, ST : 11, OBC : 41, EWS : 15). **(2)** Jharkhand Gramin Bank : 14 (Gen : 6, SC : 3, OBC : 4, EWS : 1).

অফিসার স্কেল-।। স্পেশালিস্ট অফিসার (ম্যানেজার) পদে নেওয়া হবে এইসব শাখায় :

ইনফর্মেশন টেকনোলজি অফিসার : ইলেক্ট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। এ.এস.পি., পি.এইচ.পি., সি++, জাভা, ভি.বি., ভি.সি., ও.সি.পি. ইত্যাদি বিষয়ের সার্টিফিকেট থাকলে ভালো হয়। অন্তত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ : **(1)** West Bengal Gramin Bank : 19 (Gen-8, SC-3, ST-1, OBC-5, EWS-2). (2) Assam Gramin Bank : 1 (Gen). **(3)** Odisha Gramin Bank : 10 (Gen : 6, SC : 1, OBC : 2, EWS : 1).

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট (সি.এ.) কোর্স পাশ হলে আর ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদনের যোগ্য। শূন্যপদ : **(1)** West Bengal Gramin Bank : 1 (Gen).

ল অফিসার : মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। কোনো আর্থিক বা, ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ল অফিসার হিসাবে অন্তত ২ বছর আর অ্যাডভোকেট হিসাবে ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ : **(1)** West Bengal Gramin Bank : 2 (Gen : 1, OBC : 1).

ট্রেজারি অফিসার : ফিনান্স শাখায় এম.বি.এ. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট (সি.এ.) কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। সব ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। শূন্যপদ : **(1)** West Bengal Gramin Bank : 1 (Gen), **(2)** Assam Gramin Bank : 1 (Gen).

মার্কেটিং অফিসার : মার্কেটিং নিয়ে এম.বি.এ. কোর্স পাশরা যোগ্য। অন্তত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অ্যাগ্রিকালচারাল অফিসার : অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ডেয়ারি সায়েন্স, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ফরেস্ট্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা, পিসিকালচার বা, অ্যালায়েড স্পেশালাইজেশন বিষয়ের গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আর ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ : **(1)** Odisha Gramin Bank : 20 (Gen 9, SC-3, ST-1, OBC-5, EWS-2).

'অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। 'অফিসার স্কেল-।' পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। 'অফিসার স্কেল-।।' পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। সব ক্ষেত্রে বয়স গুণতে হবে ১-৯-২০২৬'র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এছাড়াও যে রাজ্যের ওই ব্যাঙ্কের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করবে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (IBPS)। Recruitment of Officers (Scale I, II & III) and Office Assistants (Multipurpose) in Regional Rural Banks (RRBs)-CRP RRBs XV'এর মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে অনলাইনে, নভেম্বর-ডিসেম্বরে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) ও অফিসার স্কেল-। পদের বেলায় প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে। তারপর হবে মেন পরীক্ষা।

অফিসার স্কেল-।। (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) ও অফিসার স্কেল-।। (স্পেশালিস্ট অফিসার) পদের বেলায় একটিই পরীক্ষা হবে, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে।

সব পদের বেলায়ই পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে : পশ্চিমবঙ্গের বেলায় — কলকাতা, শিলিগুড়ি, কল্যাণী, হুগলি, দুর্গাপুর, বহরমপুর, বর্ধমান, আসানসোল, (২) আগরতলা। (৩) বালাসোর, ভুবনেশ্বর, কটক, সম্বলপুর, বহরমপুর (গঞ্জাম), ঢেঙ্কানল, রৌরকেল্লা। (৪) গুয়াহাটি, শিলচর, ডিব্রুগড়, জোড়হাট, কোকড়াঝড়, তেজপুর। (৫) পটনা, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙা, পূর্ণিয়া, সমস্তিপুর, ঔরঙ্গাবাদ, আড়, বিহারশরিফ। (৬) রাঁচী, ধানবাদ, জামশেদপুর, বোকারো, হাজারিবাগ। (৭) ইম্ফল। (৮) শিলং ও রি-ভই।

অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের বেলায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ৮০ নম্বরের ৮০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) রিজনিং - ৪০ নম্বর, (২) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি - ৪০ নম্বর। সময় থাকবে ৪৫ মিনিট ও প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর।

অফিসার স্কেল-। পদের বেলায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ৮০ নম্বরের ৮০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) রিজনিং - ৪০ নম্বর, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড-৪০ নম্বর। সময় থাকবে ৪৫ মিনিট ও প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর।

মেন পরীক্ষায় 'অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস)' পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (১) রিজনিং - ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি - ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস - ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ/ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ - ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার নলেজ -২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা।

মেন পরীক্ষায় 'অফিসার স্কেল-।' পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (১) রিজনিং - ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড-৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস - ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ/ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ - ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার নলেজ - ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। মেন পরীক্ষার ফল বেরোবে অক্টোবর-নভেম্বরে।

'অফিসার স্কেল-।। (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার)' পদের বেলায় শুধুমাত্র একটিই পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (১) রিজনিং - ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন-৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস - ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ/ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ - ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার নলেজ -২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা।

'অফিসার স্কেল-।। (স্পেশালিস্ট অফিসার)' পদের বেলায়ও একটিই পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ২৪০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (১) রিজনিং - ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন-৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস -৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ/ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ - ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার নলেজ - ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৬) প্রফেশনাল নলেজ - ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন সেপ্টেম্বরে।

ইন্টারভিউ হবে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.ibps.in প্রথমে ফটো, সিগনেচার ও লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাবেন। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ অফিসার স্কেল -। ও অফিসার স্কেল-।। পদের বেলায় ৮৫০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ১৭৫) আর অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের বেলায় ৮৫০ (তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধী হলে ১৭৫) টাকা মাস্টার বা, ভিসা ডেবিট কার্ড (রুপে, ভিসা, মাস্টার কার্ড, মেয়েস্ট্রো), ক্রেডিট কার্ড বা, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই.এম.পি.এস., ক্যাশ কার্ড বা, মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে পারেন। কোনো প্রমাণপত্র ডাকে পাঠাতে হবে না। একাধিক দরখাস্ত পাঠাবেন না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

AIIMS কল্যাণীর পাশে মেয়েদের জন্য সরকার স্বীকৃত রাজ্যের অন্যতম সেরা নার্সিং কলেজে নতুন সেশনে ভরতি শুরু

নার্সিংকে পেশা হিসাবে নিলে কোর্স শেষে নিশ্চিত চাকরি। গুরুত্বপূর্ণ এই কোর্সের খুঁটিনাটি ব্যাপারে জানালেন, মেয়েদের জন্য রাজ্যের অন্যতম সেরা নার্সিং কলেজ, কল্যাণীর এইমসের পাশে গড়ে ওঠা 'সপ্তয় মেমোরিয়াল অ্যাকাডেমি অফ নার্সিং অ্যান্ড রিসার্চ'এর ডিরেক্টর মালবিকা ভট্টাচার্য।

এই প্রতিষ্ঠানের ১০৭ শয্যাবিশিষ্ট নতুন মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল এবছর নভেম্বর মাসে চালু হচ্ছে। এখানকার নার্সরা তাই প্রথম থেকেই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ পাবে — যা অন্য কোথাও নেই।

INC, WBUHS ও WBNC স্বীকৃত নার্সিং কলেজ, সপ্তয় মেমোরিয়াল অ্যাকাডেমি অফ নার্সিং অ্যান্ড রিসার্চে B.Sc ও GNM নার্সিং কোর্সে ভরতি শুরু হয়েছে। কল্যাণী এইমসের পাশে থাকা এই কলেজটি মেয়েদের জন্য এখন রাজ্যের অন্যতম সেরা নার্সিং প্রতিষ্ঠান। কলেজের ডিরেক্টর মালবিকা ভট্টাচার্যের মুখ থেকে শুনে নেওয়া যাক এর যথাযথ কারণ — "(১) দেখুন প্রথমেই আমরা যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি তা হল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন অর্থাৎ, আমাদের কলেজ থেকে নার্সিং পাশ করলে মেয়েরা যে সার্টিফিকেট পাবেন তা রাজ্য সরকার (WBNC / WBUHS) ও কেন্দ্রীয় সরকার (INC) নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত — যা সবাইকে কোর্স শেষে প্লেসমেন্ট (সরকারি বা, বেসরকারি) পেতে ১০০% সাহায্য করবে। (২) আমাদের কলেজের নার্সিং ফ্যাকাল্টি অত্যন্ত উচ্চমানের — যা মেয়েদের হাতে-কলমে ঠিকঠাক নার্সিং শেখাতে অনেকক্ষেত্রে সাহায্য করবে। এছাড়াও দীর্ঘ এক দশকের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অভিজ্ঞতা থাকায়, মেয়েরা তাঁদের কাছ থেকে 'ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড নার্সিং' শিখতে পারবে, যা রাজ্যের মধ্যে খুব কম কলেজেই আছে। (৩) এটা আমরা সবাই জানি, নার্সিং ট্রেনিংয়ের জন্য সবচেয়ে জরুরি হল প্র্যাক্টিক্যাল। এক্ষেত্রে আমাদের কলেজের সঙ্গে সরকারি হাসপাতালের স্পেশাল টাই-আপ থাকায়, এখানে উন্নত মানের প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিংয়ের সুবিধা আছে। (৪) এইকলেজের প্লেসমেন্ট টিম অত্যন্ত সুদক্ষ — যাঁরা প্রতিনিয়ত রাজ্যের নামী-দামী হসপাতাল/ নার্সিং হোম / ডায়গনস্টিক্স সেন্টার / মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার'এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, যা এখান থেকে পাশ করা মেয়েদের প্লেসমেন্ট পেতে সাহায্য করবে। (৫) মফঃস্বলের মধ্যে এত কম কোর্স ফী তে এত উন্নত মানের নার্সিং ট্রেনিংয়ের সুবিধা আর কোথাও নেই বললেই চলে। (৬) AIIMS কল্যাণীর পাশে থাকায় অনেক সময় গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসাবে গ্রেড-এ মেট্রন / নার্সিং অফিসারেরা ক্লাস নেন — যা অন্য কোনো কলেজের ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না।" উল্লেখ্য, AIIMS কল্যাণীর পাশে গড়ে ওঠা এইনার্সিং কলেজে, যে কোনো শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ মেয়েরা ন্যূনতম ৪৫% নম্বর পেয়ে পাশ করলে আবেদন করতে পারবেন। বয়সের কোনো কড়াকড়ি নেই অর্থাৎ, যে কোনো বয়সের মেয়েরা ভরতি হতে পারেন। এছাড়াও এখানে এডুকেশন লোন / স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড-সহ সব ধরনের সরকারি স্কলারশিপের সুবিধা আছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, খুব কম খরচে GNM অথবা B.Sc নার্সিং পড়ানোর এত ভালো প্রফেশনাল নার্সিং কলেজ রাজ্যের মধ্যে খুব সামান্যই আছে। হস্টেলের সুবিধা আছে। তবে তা আবশ্যিক নয়। মেয়েরা বাড়ি থেকেও যাতায়াত করতে পারবেন। এই সুযোগ অনেক কলেজেই পাবেন না। কলেজে ভরতি হওয়ার জন্য হেল্প লাইন নম্বর : 9903205182, 8017656252. ভরতির জন্য সরাসরি যোগাযোগের ঠিকানা : Gate No. 7 (Near AIIMS, Kalyani), Ballindi, Haringhata, Jaguli, Kalyani - 741246.

MBS
Multi Speciality Hospital
License Number : 33652875
OUR FACILITIES & DEPARTMENTS
CRITICAL CARE & SURGICAL UNITS
✓ 24/7 Emergency Medicine & Trauma Care
✓ ICU • HDU • NICU (Neonatal Intensive Care)
✓ Modular Operation Theatre (OT)
✓ General & Advanced Laparoscopic Surgery
✓ Orthopedics & Joint Care
SPECIALIZED DEPARTMENTS
✓ Obstetrics & Gynecology
✓ Paediatrics & Neonatology
✓ Gastroenterology
✓ Nephrology
✓ Internal Medicine & Diabetology
✓ Dental Surgery
SUPPORT SERVICES
✓ Fully Automated Laboratory
✓ 24/7 In-house Pharmacy
✓ Radiology (X-Ray, USG, Mammography)
Gate No- 7, Ballndi, Near BSF Camp Kalyani, Haringhata, Nadia 741246 +91 62967 57089
mbshospitalkalyani@gmail.com
https://mbshospital.com/

ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়

১ পাতার পর

কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। পাব্লিক ব্যাঙ্ক, প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, ফরেন ব্যাঙ্ক, ব্রোকিং ফার্মস, সিকিউরিটি ফার্মস, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে ওয়েলথ প্রোডাক্ট সেলসের কাজে অন্তত ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২২ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ৪৮,৪৮০ টাকা। শূন্যপদ : ১,০০০টি (জেনাঃ ৪০৫, তঃজাঃ ১৫০, তঃউঃজাঃ ৭৫, ও.বি.সি. ২৭০, ই.ডব্লু.এস. ১০০)। এর মধ্যে অস্থি প্রতিবন্ধী ১০, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১০, বধির প্রতিবন্ধী ১০, আই.ডি. ১০টি।

ক্রেডিট অ্যানালিস্ট-সি অ্যান্ড আই.সি. : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি কোর্স পাশ হতে হবে। কোনো ব্যাঙ্কে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে ৬৪,৮২০ টাকা। শূন্যপদ : ১০০টি (জেনাঃ ৪০, তঃজাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ৮, ও.বি.সি. ২৭, ই.ডব্লু.এস. ১০)। এর মধ্যে অস্থি প্রতিবন্ধী ১, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ১, আই.ডি. ১টি।

ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স গুণতে হবে ১-৯-২০২৬'এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.-রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতায় অন্তত ৬০% (তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি দেখে মাইনে ঠিক করা হবে। ১২ মাসের প্রবেশন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : BOB/HRM/REC/ADVT/2026/17.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এরপর হবে ইন্টারভিউ, গ্রুপ ডিসকাশন। লিখিত পরীক্ষায় ১২০ নম্বরের ১২০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (ক) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ-২০ নম্বরের ২০টি, (খ) রিজনিং এবিলিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড - ২০ নম্বরের ২০টি, (গ) জেনারেল / ইকনমিক অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ারনেস - ২০ নম্বরের ২০টি, (৪) প্রফেশনাল নলেজ-৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। পরীক্ষা হবে হুগলি, কল্যাণী, কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.bankofbaroda.co.in/careers.htm এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৮৫০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও মহিলা হলে ১৭৫) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা দেবেন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

কর্মসংস্থান
বিজ্ঞাপনের জন্য
সরাসরি যোগাযোগ
✆: 9830795430

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শীঘ্রই হতে চলেছে লক্ষাধিক পদে নিয়োগ, চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ
RICE EDUCATION
PSC Miscellaneous এ সফলতার প্রস্তুতিতে আপনার একমাত্র ভরসা RICE Education
দীর্ঘ ৪১ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণে আজ থেকেই শুরু হোক সাফল্যের প্রস্তুতি
RICE ADAMAS

Prof. (Dr.) Samit Ray
• Founder & Chairman, RICE - Adamas Group
• Founder & Chancellor – Adamas University
"স্বপ্ন বড় হতে হবে।
লক্ষ্য যদি হয় WBCS, CGL, CHSL, BANK বা RAILWAY, তাহলে প্রস্তুতিটাও হতে হবে দুর্দান্ত। RICE শুধুমাত্র একটি কোচিং নয় — এটা একটি চেতনা। এখানে আমরা শেখাই কীভাবে জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, কীভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। যতই প্রতিযোগিতা থাকুক না কেন, যদি রোজ নিজেকে একটু একটু করে গড়ে তোল, তোমার সাফল্যকে কেউ আটকাতে পারবে না। রাইসে পড়া মানে শুধু নোটস আর মক টেস্ট নয়, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি।"
বিগত PSC Miscellaneous পরীক্ষায় RICE Education এর কিছু সফল নক্ষত্র

NOTIFICATION OUT!
IBPS RRB 2026
13,706 Vacancies
Office Assistant (Multipurpose) and Officer Scale I, II & III posts
RICE RESIDENTIAL
RICE মেথডোলজি, সেরা আবাসিক পরিবেশে নিশ্চিত সাফল্যের জন্য
পূর্ব ভারতের প্রথম ও একমাত্র সরকারি চাকরির প্রশিক্ষণের আবাসিক প্রোগ্রাম
Residential Program available at Adamas Knowledge City, Barasat
Next Batch Starts in the Third Week of September 2026 | Helpline: 62921 90230
Classroom | Residential
IAS | WBCS | PSC | SSC | Rail | Police | Bank | Insurance
Head Office - Belgharia (Dishari House) 84799 02085 / 84799 18026 | Sealdah (City Office) 84799 17959 / 84799 18013
Bardhaman : 84799 00575 | Berhampore : 84799 17952 | Behala : 84799 17961 | Coochbehar : 84799 00576 | Durgapur : 84799 00578 |
Jalpaiguri : 73648 82509 | Malda : 84799 17953 | Midnapore : 84799 17954 | Siliguri : 84799 17965 | Sonarpur: 84799 17962 | Tamluk : 84799 17957
Helpline 62921 90230
riceeducation.in

Owner : Sangsthaan Prakashan Pvt. Ltd., Printer : Mousumi Ghosh, Publisher : Mousumi Ghosh, Published from Flat No. B-3, 2nd Floor, 12/3/4 Jamir Lane, Kolkata - 700 019, Dist. : 24 Parganas (South), West Bengal and Printed from Sangsthaan Prakashan Pvt. Ltd., Vill : Nazirabad - Uchchepota, P.O. : Uchchepota, Gram Panchayet : Kheadaha, Dist. 24 Parganas (South), Kolkata - 700 150, West Bengal, Editor : Mousumi Ghosh. M. : 6291684943, E-Mail : karmsang@gmail.com